

ক
২০০

কুসুমাবলী ।

অর্থাৎ

বাঙ্গালী ভাষার কাব্যসমূহের সারসংগ্রহ ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

“কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি দীপ্ততাম্ ।”

কলিকাতা ।

সংস্কৃত বক্সে মুদ্রিত ।

সন ১২৫৯ ।

SELECTIONS

FROM THE BENGALLEE POETS.

PART II.

COMPILED FOR THE USE OF COLLEGES
AND SCHOOLS

BY

MOHENDRONAATH ROY.

CALCUTTA.

PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS

1852.

কুম্ভাবলী ।

১ প্রথম অঙ্ক ।

সরস্বতী বন্দনা ।

বিধি মুখে রেদবাণী বন্দ মাতা বীণাঙ্গণ

ইন্দু কুন্দ ভূষার সঙ্কশা ।

ত্রিলোকতারিণী জয়ী বিষ্ণুমায়া বর্নমণী

কবি মুখে অষ্টাদশ ভাষা ॥

শ্বেত পাশে অধিষ্ঠান শ্বেত বস্ত্র পরিধান

কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার ।

অবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি থেলে

তনু রুচি শব্দে অঙ্ককার ॥

শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে শপনলা

শুকনিশ শোভে বাম করে ।

নিরন্তর আছে সঙ্গি মণীপাত্র পুষ্টি যক্ষ

অবণে অস্ত্রিয়া যায় কুরে ॥

নিখি নিখি করি ভাগ সেবে যারে ছয় রাগ

অমলমল ছত্রিশ রাগিনী ।

রসার ধনক বেণী সপ্তস্বর পিনাকিনী

বীণাবাদ্য মৃদঙ্গ বাদিনী ॥

সঙ্গে বাদ্য চতুর্দশ সঙ্গীত কবিত্ব রস

আসরে করহ অধিষ্ঠান ।

কহিগো অঞ্জলি পুটে উর গো আমার ঘটে

দূর কব ছর্গতি বিজ্ঞান ॥

দেবতা অমর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর

সেবে তব চরণ সরোজ ॥

তুমি যারে কর দয়া সেই বুঝে তব মায়া

সেই সেই পশ্চিম সনায়ে ॥

—
সঙ্গীত বন্দনা ।

অতি তবজ্ঞতা লক্ষ্মী ব্রহ্মান্ত জননী ।

তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পানি ॥

বহন করিলে হরি অনন্ত শরম ।

আহার উদরে ছিল এই ত্রিভুবন ॥

অক জরা মৃত্যু তব নাহি কোন কালে ।

সেই কালে ছিল তুমি হরি পদভঙ্গে ॥

কুপ্যময়ী ।

অনল গরল আর কুন্তীর মকর ।
কত কত ছিল রত্নাকরের ভিতর ॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে ।
তোমা কন্যা হইতে রত্নাকর বলি তারে ।
ধন জন যৌবন নগর নিকেতন ।
পদাতি বাবণ বাজী রত্ন সিংহাসন ॥
অহঙ্কার তাহার তাবৎ শোভা করে ।
কুপ্যময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে ॥
তোমাতে চঞ্চল লক্ষ্মী বলে যেই জনে ।
তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে ॥
ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি ।
নির্দোষ পুরুষে রাখ চিরকাল স্থিতি ॥
কমলা থাকিলে মান সকল ভুবনে ।
লক্ষ্মীবান হইলে বিজয়ি হয় রণে ॥
সেই জন পণ্ডিত প্রশংসে অভিমান ।
সেই জন কুলীন সকল গুণধাম ।
ভাগ্যবান সেই জন সেই মহাবীর ।
যাহার বন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির ॥
তুমি বিখ্যাতীয়া কুপ্য নাহি কর ঘারে ।
থাকুক অন্যের কার্য্য দার নিদে তারে ॥

লক্ষ্মীছাড়া কুটুম্ব কুটুম্ববাড়ী যায় ।
থাকুক আসন জল সম্ভাষ না পায় ॥

সৃষ্টি প্রক্রিয়া ।

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পারম পুরুষ পুরাতন ।

শুন্যোতে করিয়া স্থিতি চিহ্নিলেন মহামতি
সজ্জনে উপায় কারণ ॥

নারী কেহ সহরে দেবতা অসুর নর
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর ।

নাহি তথা দিবা নিশি না উদয়ে রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর ॥

লোটি ভানু সুপ্রকাশ পরিধান পীত বাস
অন্ধকারে তাবে ভগবান ।

কনক কঙ্গণ হার দূর করে অন্ধকার
পুরট মুকুট মণিদাম ॥

কণ্ঠেতে কোমল আভা কোটি চন্দ্র মুখ শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড ।

নবীন জ্বলদ কান্তি নথ জিনি ইন্দুপাক্তি
আজানু লবিত তুঙ্গ দণ্ড ॥

কুসুমাবলী :

অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি হৃদয়ে করেন যুক্তি
জল স্থল আদি অধিষ্ঠান ।
কথার সঙ্গতি নাই চিন্তা করেন গৌসাই
আপনারে অশক্ত সমান ॥
চিন্তিতে এমন কাজ এক চিন্তে দেবরাজ
তনু হৈতে নির্গত প্রকৃতি :
চণ্ডীর চরণ সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহীপতি ॥

ভৃগুমুনির সজ্জারম্ভ ।

প্রথমত সময়ে রুগ্ম বিরিঞ্চিনন্দন ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈলা আরম্ভণ ॥
দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভৃগুমুনি :
ঘরে ঘরে বার্তা দিল নারদ আপনি ॥
আইলেন চক্রপানি চাপিয়া গরুড় ।
বৃষভ বাহনে আইলেন চন্দ্রচূড় ॥
মহিষে চাপিয়া আইল চতুর্দশ যম ।
হরিণের পৃষ্ঠে উনপঞ্চাশ পবন ॥
রাশিচক্র চাপিয়া আইল গ্রহপণ ।
রথে দশ দিকপাল করিলা গমন ॥

চারি বেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা ।
 মৃত্যুসদ লয়ে চলে আপনি বিধাতা ॥
 মরীচি অঙ্গিরা আদি যত দেবঋষি ।
 দেখিতে আইল সব হইয়ে অভিলাষী ॥
 কেহ বথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে ।
 দেব ঋষি আইলেন ভৃগুমুনি ধামে ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ ।
 আইল বিমানে চাপি ভৃগুর সদন ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন ।
 মধুপাক আদি দিল নানা আয়োজন ॥
 সিদ্ধান্ত করেন কেহ কেহ পূর্বপক্ষ ।
 ১ সময়ে সেখানে আইল মুনি দক্ষ ॥
 দক্ষেরে দেখিয়া সভে করিল উত্থান ।
 বিধি বিষ্ণু, শিব বিনীত করিল প্রণাম ॥
 অন্যদের দেখি শিবে দক্ষ কাঁপে রোষে ।
 দেবগণে নিবেদরে গদ গদ ভাবে ॥

দক্ষ রাজার খেদোক্তি ।

শুনরে সত্যলোক এ বড় দারুণ শোক
 এই শিব আমার জামাতা ।

আমি আসি যজ্ঞ স্থান না করে অমির মান

মোরে নত না করিল মাথা ॥

নারদে বলিব কি তার বাক্যে দিনু যি

এমন ভাঙ্গড় মতিপাপে ।

ত্রিভুবনে এক ধন্য। অপাত্রে দিলাম কন্যা

তনু সুখাইল অনুতাপে ॥

নাহি জানি আদ্য মূল কি বা জাতি কি বা কুল

নাহি জানি কেবা মাতা পিতা ।

ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশান বিনোদশালা

হেন শূলী আমার জামাতা ॥

অঙ্গেতে চিত্তার ধূলি স্কন্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি

বিষধর উত্তরী বসন ।

শ্মশানে যাহার স্থান কেবা তার করে মান

দেববুদ্ধি করে কোন জন ॥

যক্ষ দানা প্রেত ভূত বসতি যাহার যুত

সহযোগে করয়ে ভোজন ।

হেন অমঙ্গলধাম কে থুইল শিব নাম

দেব মাঝে কে করে গণন ॥

চাহিতে চাহিতে ভাল কুল করিলাম কাল

বাম হৈল আমারে বিধাতা ।

আমি ছার মন্দবুদ্ধি অনলে কেলিনু নিধি

সভা মাঝে লাজে হেট মাথা ॥

সতী কন্যা গুণনিধি তারে বিড়ম্বিল বিধি

পতি হে দরিদ্র দিগম্বর ।

মনে নাহি পরিতোষ লোকে গায় ধর্ম দেখে

অপাযশে পূর্ণ দিগন্তর ॥

শশুর যেমন তাত তারে না যুড়িল হাত

সভাতে করিল অপমান ।

ত্রিলোকে যে অনুরাগ ঘুচার যজ্ঞের ভাগ

দেবপথে নহে অবধান ॥

দক্ষের যজ্ঞারম্ভ ।

এমত শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন ।

কোপে কল্পমান তনু লোহিত লোচন ॥

দক্ষে শাপে দিতে নন্দী জল নিল হাতে ।

না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে ॥

নহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন ।

অচিরাত্বে হবে তোর ছাগল বদন ॥

পরম্পর দুই জনে হৈল প্রতিকূল ।

জামাতা স্বশুরে যেম ভুজকে নকুল ॥

জামাতা স্বশুরে স্বন্দ আছে চিরকাল ।
 দক্ষের হৃদয়ে শেল বাজিল বিশাল ॥
 শঙ্কন বিননা হয়ে চলিল কৈলাস ।
 দক্ষ প্রজাপতি গেল আপনার বাস ॥
 কত কালে দক্ষে ব্রহ্মা করিল সম্মান ।
 সকল পুত্রের মাঝে করিল প্রধান ॥
 ব্রাহ্মণের রাজ্য করি ধরাইল ছাতা ।
 প্রসাদ দিলেন তারে কনক পইতা ॥
 ব্রাহ্মণ পালিতে তারে বুদ্ধি দিল বিধি ।
 এইহেতু কুলশ্রেষ্ঠ হইল পালধি ॥
 ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষ করে মহা দত্ত ।
 বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ ॥
 নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর নাগ নরে ।
 কহিল নারদ মুনি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 বিধি বিষ্ণু বিনা আর যত দেবগণ ।
 বিমানে চড়িয়া আইলা দক্ষের সদন ॥
 আকাশ বিমানেতে শুনিয়া কোলাহল ।
 দক্ষের ছহিতা সতী হইলা চঞ্চল ॥
 লোক মুখে শুনিয়া দক্ষের যজ্ঞবর ।
 নিবেদয়ে শঙ্করে যুড়িয়া ছুই কর ॥

দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার স্বস্তুর ।
 তার যজ্ঞে তিন লোক চলিল প্রচুর ॥
 তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস ।
 বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষ ॥
 গুনিয়া ঈষদ হাসি বলেন শঙ্কর ।
 হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর ॥
 বিনা নিমন্ত্রণে যাবে একি যাতা কাটা ।
 আমাব প্রসঙ্গে গৌরি পাবে বড় খোঁটা ॥
 ভবানী বলেন যাব বাপের মদন ।
 ইথে কিবা দোষ কিবা লোকের গঞ্জন ॥

সতীর দক্ষালয়ে গমন ।

অনুমতি দেহ হর বাইব বাপের ঘর
 যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে ।
 ত্রিভুবনে যত বৈসে চলিল বাপের বাসে
 তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে ॥
 চরণে ধরিত্রী সাধি রূপা কর গুণনিধি
 যাব পঞ্চ দিবসের করে ।
 চির দিন আছে আশ বাইব বাপের বাস
 নিবেদন সাহি করি করে ॥

পার্বত কাননে বসি নাহিক পাড়া পড়াশি

সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী ।

এক তিল যথা যাই যুড়াইতে নাহি ঠাই

বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী ॥

সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাম তব ঘরে

পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত ।

দূর কর বিসম্বাদ পুরাহ মনের মাধ

মায়ের রক্তনে খাব ভাত ॥

পিতা মোর পুণ্যবান করিবে অনেক দান

কন্যা গণে দিবে ব্যবহার ।

আমি আগে পাব মান আভরণ পরিধান

ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতার ॥

সতীর বচন শুনি কহিলেন শূলপানি

শুন প্রিয়ে আমার বচন ।

বাপ ঘরে যদি চল তবে না হইবে ভাল

অবশ্য হইবে বিড়ম্বন ॥

চলিবারে অনুমতি নাহি দিলে পশুপতি

হৈমবতী হইলা কোপবতী ।

আপনি স্বভাবে বান্ধা চলিলা অকুটিতীমা

একাকিনী বাপের বসতি ॥

হইয়া উন্মত্তবেশা যান বেদী মুক্তকেশা

না শুনিয়া শিবের বচন।

হরের আদেশ পায় পাছে পাছে নন্দী যায়

বৃষভের করিয়া সাজন ॥

সারিখা কুন্তল পেড়ী পাছে লয়ে যায় চেড়ী

কেহ লয় বিননি দর্পণ।

পূরিয়া স্নগন্ধি বারি কেহ লয়ে যায় বারি

শ্বেত ছত্র লয়ে কোন জন ॥

ধাইল অনেক সেনা সঙ্গে প্রেত ভূত দান

নেকা চোকা ভুই সেনাপতি।

আগে পাছে সেনা ধায় রাক্ষা ধূলি মাথে গায়

দেখিয়া হরিষ হৈলা সতী ॥

বৃষভ যোগায় নন্দী ছাপিয়া চলেন কণ্ঠী

শিরে ছত্র নক্ষিরে ধরান।

না জানি চলেন কত : তিন দিবসের পথ

চারি দণ্ডে করিল প্রয়াণ ॥

পাইলা বাপের প্রাণ শুনিয়া সতীর নাম

প্রহৃতি ধাইল রেণবতী ॥

কোলেতে লইয়া সতী প্রহৃতি শুলকে অতি

কৈলা সতী মায়েদের প্রণতি ॥

আনিয়া আপন ঘরে প্রসূতি দিলেন তাঁরে
 পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন ।
 যতেক ভগিনী গণ সবে হরষিত মন
 ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন ।
 জননী ভগিনী সঙ্গে কণেক থাকিয়া রঞ্জে
 বান দেবী যজ্ঞের সদন ।
 চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি
 চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সতী সহ দক্ষের কথোপকথন ।
 দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি ।
 হেটমুখে আশিষ করিল প্রজাপতি ॥
 এযন্তে যাউক কাল যুচুক দুর্গতি ।
 চিরজীবী হউক স্বামী স্ত্রীর স্তমতি ॥
 না দেখিয়া যজ্ঞস্থানে শিবের পূজন ।
 কোপে কম্পমান ভস্ম বাপে জিজ্ঞাসন ॥
 শুন বাপা তোমারে এ করি অভিমান ।
 সতী কির প্রতি ভব নাহি অবধান ।
 ধর্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ ।
 সবাকে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ ॥

শিব নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে ।
 সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে ॥
 ব্রহ্মা যার সতত বাঞ্ছয়ে পদধূলি ।
 আপনি কমলাপতি করেন অঞ্জলি ॥
 অন্য জামাতারে দিল বস্ত্র অলঙ্কার ।
 শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার ॥
 দারুণ দৈবের কলে আমি তব যি ।
 না করিলে ভাল কর্ম নিবেদিব কি ॥
 এমত শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন ।
 নিন্দিয়া বলেন শিবে শুন সর্বজন ॥

দক্ষের শিবনিন্দা ।

কহিলে উচিত কথা মনে পাছে পাও বাথা
 যেহা ছিল ললাটে লিখম ।
 তোমার কামের গতি স্বামী ইহল চর্যতি
 তারে যজ্ঞে আমি কি কারণ ॥
 আরোহণ বুঝবরে শিবা ভয় কর
 ভয় যার যুতুরের কল ।
 ভাঙ্গে বড় অভিনায ভুজ্জ উত্তরী বাস
 কণী হার কণির কুণ্ডল ॥

পরিধান বাঘ ছাল গলার হাড়ের মাল
 বিদ্বুতিভূষিত বেই অঙ্গে ।
 শ্মশানে বাহার স্থান তার কেবা করে মাম
 প্রেত ভূত চলে বার সঙ্গে ।
 আরাধিতা পশুপতি পাইলা পশুর গতি
 অহি সঙ্গে একত্র শয়ন ।
 হর শিরে শশিকলা অহি সঙ্গে বার মেলা
 বঞ্চিত ভুবনে দুই জন ।
 আমিত ব্রহ্মার স্রুত ত্রিভুবনে স্তুবিদিত
 শুন তার মত ব্যবহার ।
 ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে দেবগণ বিদ্যমান
 আমারে না করে মমস্কার ॥
 শুন সতী মম বাণী ইথে যদি শিবে আনি
 অবশ্য হইবে যজ্ঞ নাশ ।
 দেখিয়া শিবের গুণ আর মত দেবগণ
 নাহি করে একত্র নিবাস ॥
 এমত দক্ষের কথা শুনিয়া দক্ষের স্ত্রী
 সতী কোপে কাঁপে ধর ধর ।
 রচিয়া ত্রিশদী হৃদ পাঁচালী করিয়া বহা
 রচিল যুকুল কবির ।

সতীর প্রাণত্যাগ।

শিব নিন্দা অবশ্যে করিব প্রতীকার ।
 তোমার অঙ্গ তনু না রাখিব আর ॥
 সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল ।
 তিম লোকে দহে যেন প্রলয় অনল ॥
 হেন বিষ পিত্তা শিব রাখিল অগং ।
 সম্পদেতে মুচনতিলা জান মহৎ ॥
 পিনাক ধনুক যার অনন্ত শিজিনী ।
 আপনি হইলা শর যাছে চক্রপাণি ॥
 লোকবিপু জিপুৰ দহন কৈলা হর ।
 হেন জনে কি কারণে বল কটুভরু ॥
 দেবরাজ খোজে যার চরণের রক্ত ।
 ছলিত মানিয়া তার আশা করে অজ ॥
 যত দেবগণ যার পদে পূজন ॥
 তোমা বিনা কারে দোর দেয় কোন জন ॥
 গুরু কন নিন্দা নাহি করিব অবশ ॥
 যেই নিন্দা করে তার করিব শাসন ॥
 যেই ছান ছাড়ি কিরা যাই অন্য স্থান ।
 পাপ প্রতিকার কেনু ছাডিব পরান ॥

হৃদয় সরোজে চিত্তি শিবের চরণ ।
 দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন ॥
 যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের সাজা ।
 মুকুন্দ রচিল গীত সুরচর গীথা ॥

• শিব সৈন্যের যুদ্ধে গমন ।

দক্ষ যজ্ঞে রোমে সতী ত্যজিলা জীবন ।
 যজ্ঞ নাশ করিতে খাইল সৈন্যগণ ॥
 আগে নক্ষী খায় দুই দিকে নেকী চোকা ।
 শত শত সৈন্য খায় নাহি তার লেখা ॥
 যতেক দেবতা গণ করে হাহাকার ।
 সবে বলে দক্ষ যজ্ঞে হৈল মহামার ॥
 যতেক অমর গণ করে কোলাহল ।
 যোগ বলে সতী অঙ্গে উঠিল অনল ॥
 বিপক্ষ নাশিতে তুষ্ট দিলেন আছতি ।
 কুণ্ড হৈতে উঠিল অনেক সেনাপতি ॥
 রথ সুরক্ষণ পতি উঠিল কুঞ্জর ।
 খর বাণে দানাগণে করিল জর্জর ॥
 তক্ষ দিরা দানাগণ পলায়ন করে ।
 হৃদয় লইয়া নক্ষী পলায়ন করে ॥

শিবের কিঙ্কর নবে পলার তরানে ।
 ধাওয়া ধারি উপহিত হইল কৈলাসে ॥
 উর্ধ্বমুখে বার্তা মন্দী কহে মহেশ্বরে ।
 লুটায় কাশ্মীর রক্ত মহীর উপরে ॥
 ছিড়িয়া কেনিলা এতু মহীতলে অটা ।
 বীরভক্ত হৈল তার সঙ্গে বীর যটা ॥
 তিন সূর্য্য জিনি তার তিনটা লোচন ।
 মাথার মুকুট গিয়া ঠেবিল গগন ॥
 শূল হস্তে রুতাজলি রহিল সন্মুখে ।
 নয়নে মিকলে বহি কলকে কলকে ॥
 প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন ।
 কি কার্য্য করিব প্রভু কর আজ্ঞাপন ॥
 স্বর্গ উজাটিল কিছা পাতাল ভেদিব ।
 সমুদ্র সুবিব কিছা সুধিব তুলিব ॥
 আজা দিল্য নিঃ স্রব কল মানিবারে ।
 বিদ্রোহ হইলা হর বধিতে নকেরে ॥
 আজা পোরে বীরভক্ত চলে সীত্বপতি ।
 মন্দী আনি জিলি অনেক সেনাপতি ॥
 নাকে রোড হুত চলে বাল প্রহরি সেনা ।
 সানান হস্তে বাক্যে বারি বাক্য ॥

দক্ষ যজ্ঞ স্থানে গিয়া দিল দরশন ।
 যজ্ঞকুণ্ড ভাঙিতে চলিল দানাগণ ॥
 প্রাণভয়ে দ্বিজগণ দেখায় পাইতা ।
 প্রাণেতে না মেয়ে দেয় বহুতর ব্যথা ॥

শিবের দ্বিগলর ব্যথা ।

দক্ষ যজ্ঞ নাশি বীর সমানে উল্লাস ।
 দণ্ডমাত্রে বীরভক্ত পাইলা কৈলাস ॥
 সঙ্গে বোল কোটি চলে শ্রেষ্ঠ ভূত দান ।
 দামাসা দগড় বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
 প্রণাম করিয়া শিবের করে নিবেদন ।
 প্রসাদ করিল হর দিয়া আলিঙ্গন ॥
 এই মত দক্ষ যজ্ঞ করি বিনাশন ।
 তপস্যায় মন দিল দেব পঞ্চানন ॥
 দেবীর বিরহে হর ছাড়িল কৈলাস ।
 হিবগিরি যান হর হইয়া নিরাশ ॥
 তথা উপনীত হৈলা মরালবাহন ।
 করযোড়ে কহিলেন বিনয় বাচন ॥

ব্রহ্মার স্তবে শিবের ক্রোধ শাস্তি ।

তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন

তুমি দেব পুরুষ প্রধান ।

সব তব অধিকার পরম কৈবল্যাধার

তুমি ব্রহ্ম তুমি দিব্য জ্ঞান ॥

তুমি ধর্ম নিরাকার তুমি সংসারের সার

শুন গঙ্গাধর শূলপাণে ।

তাজহ সকল রোষ আমি কৈনু সব দোষ

অকালে প্রলয় কর কেনে ॥

অনাদি অনন্ত শিব তুমি বুদ্ধিময় জীব

আপনারে সৃজিলা আপনি ।

গগন পবন জল তেজ বসুমতী স্থল

চারি বেদে তোমাতে বাখানি ॥

সৃজিয়া অমর নর করিলা আপন পর

মহা অন্ধকারে দিলা মেল ।

ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দেখ গড়িয়া ভাঙ্গিয়া রাখ

বালকে যেমন করে খেলা ॥

তোমার মহত্ত্ব যত যদ্যপি বৎসর শত

কভু কেহ বলিতে না পারে ।

অতিমুঢ় হতজ্ঞানে দক্ষ তোমা কিবা জানি
 না জানিয়া কৈল অহঙ্কারে ॥
 করপুটে মাগি বর জিয়াও অমর নর
 বারেক দক্ষেরে কর দয়া ॥
 শঙ্কর সম্বর রাগ ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ
 উপজীবৈ দেবী মহামায়া ॥
 শুনিয়া ত্রাকার বাণী বলে দেব শূলপাণি
 তোমার বচনে হৈলু স্তম্ভী ॥
 জীবক অমর নর সেই দক্ষ প্রাজেশ্বর
 উপজীবৈ দেবি চন্দ্রস্থখী ॥

গৌরীর রূপবর্ণন ।

ত্রিভুবনজনধাত্রী পৰ্ব্বতভূপালপুত্রী
 হিমালয়ে বাড়ে ন চণ্ডিকা ॥
 অন্য বেশ দিনে দিনে শোভে অলঙ্কার বিনে
 দেখি স্তম্ভী হইল মেনকা ॥
 উরুযুগ করিবর নাভি যেন সরোবর
 দুই ভুজ স্থল সঙ্কাশ ॥
 নবীন অক্লের আভা নানা অলঙ্কার শোভা
 অলঙ্কার করয়ে বিনাশ ॥

অধর বন্ধুকবন্ধু বদন শরদ ইন্দু

খঞ্জনগঞ্জন বিলোচন।

প্রভাতে ভানুর ছটা ললাটে সিন্দর কোটা

তনু রুচি ভুবনমোহন ॥

নাসায় দোলয়ে মতি হীরায় জড়িত তথি

বদন কমল ভাল সাজে।

তুলনা না দিতে পারি তাহে অতি মনোহারি

যেন সুধাকর তারা মাঝে ॥

গৌরীর বদন শোভা লিখিতে না পারি কিবা

দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।

জ্ঞান চন্দ্র এই শোকে না বিচারি সর্বলোকে

মিছে বলে কলঙ্কের রেখা ॥

গৌরীর দশন রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি

মলিন হইল লজ্জা ভরে।

হেন বুঝি অনুমানে এই শোক করি মনে

পকতায় দাড়িম্ব বিদরে ॥

অবন উপর দেশে হেন মুকুলিকা ভাসে

কুটিল কুঞ্চিত কেশগাশ।

আষাঢ়ের মেঘ মাঝে যেমন বিছ্যত সাজে

পরিহারি চপলতা তাস ॥

নারদের হিমালয় গমন ।

কপবতী হৈমবতী মেনকা হ্রিষ্মতি

হিমালয় চিন্তিত অন্তর ।

কুলশীলকপবান নিজ বংশের সমান

কোথা পাব কন্যাযোগ্য বর ॥

অকুলীনে দিলে স্মৃতা লাজে হবে হেট মাথা

বংশে বহু থাকিবে গঞ্জন ।

মনে হবে অসন্তোষ লোকে গাবে ধর্মদোষ

বড় পুণ্যে পাই কুল জন ॥

বিদ্যানিবেশিতমন যটি হয় কুলজন

সদাচারি বিনয়ভূষিত ।

সকল লোকের মাঝে যোগ্য বর সেই সাজে

করিদন্ত কনকে জড়িত ॥

মেলি যত বহু জন দশ দিকে দাও মন

যথা পাও অমলিন কুল ।

তারে সমর্পিব কন্যা ত্রিভুবনে এক ধন্যা

তবে আমি হব নিরাকুল ॥

বহুজন সহ করি বিচার করেন গিরি

সভায় বসিয়া দিনে দিনে ।

ভাবিতে এমত কালে শ্রীনারদ কুতূহলে
আগমন করিলা সেখানে ॥

পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া রত্ন সিংহাসন
নিবেদয়ে করি পুষ্পাঞ্জলি ।

ভাবিয়া চণ্ডিকাপায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
ব্রাহ্মণ ভূপতি কুতূহলী ॥

নারদের সহিত হিমালয়ের কথোপকথন ।

কুতূহলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেম গিরি ।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥
হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ ।
গৌরী হইতে তোমার বাড়িবে সম্পদ ॥
অচিরাদে হবে গৌরী হৃদের গৃহিণী ।
অর্দ্ধ অক্ষ গৌরীরে দিবেন শূলপাণি ॥
এই উপদেশ কহি গেলা নিজবাস ।
তাজিল হেমন্ত অন্য বর অভিলাষ ॥
এমত সময় শিব তপস্যা কারণ ।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয় বন ॥
দেখি আশ্রিত বড় হৈল হিমালয় ।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥

আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালা ।
 সংযুক্ত হইল যায় তব গদধূলী ॥
 আমার জনম আজি হইল সকল ।
 মম কন্যা গৌরী ভোমা দিবে পুষ্প জল ॥
 হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি ।
 গৌরীকে করিতে সেবা দিলা অনুমতি ॥
 নানা উপহারে গৌরী পূজেন শঙ্করে ।
 হেন কালে দৈত্যভয় হৈল সুরপুরে ॥

শিবের ধ্যানভঙ্গ ।

দৈত্যভয়ে দেবরাজ হয়ে পরাজয় ।
 দেবগণে মিলি গেলা ব্রহ্মার নিলয় ॥
 তারকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচর ।
 ধানেতে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর ॥
 মহেশের পুত্র হবে নাম-বড়ানন ।
 তাঁর যুদ্ধে হইবেক তারক নিধন ॥
 আমার বচন শুন যত দেবগণ ।
 সবে মেলি শিবের বিবাহে দেহ মন ॥
 ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেট কৈল মাথা ।
 বুঝিয়া ইন্দ্রের মন কহেন বিধাতা ॥

অযোধ্যানগরে আছে নৃপতি মাত্তাতা ।
 সূর্য্যাসন্ন পরাক্রমে কর্ণ সম দাতা ॥
 তাহার তনয় বীর নামে মুচুকুন্দ ।
 পাইলে সংগ্রাম তার বাড়য়ে আনন্দ ॥
 মুচুকুন্দে আনি দেহ রাজ্য অধিকার ।
 যাবৎ না হয় কার্ত্তিকেয় অবতার ॥
 ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র পরম আনন্দে ।
 রাজ্য তার সমর্পিল রাজা মুচুকুন্দে ॥
 মুচুকুন্দ তারকের দিবানিশি রণ ।
 কামদেবে পাণ দিল ইন্দ্র আদেশন ॥
 দেবগণ লয়ে যুক্তি করি সুরপতি ।
 কামদেবে পাণ দিয়া দিলেন আরতি ॥
 মহেশের পুত্র হবে নামে বড়ানন ।
 তাঁহার সমরে হবে তারক নিধন ॥
 চল চল অদন চল হিমগিরি ।
 তপস্তা করেন যথা দেব ত্রিপুরারি ॥
 আছেন অভয়া তাঁর হয়ে সহচরী ।
 তোমা হৈতে শিব যেম হন কামাচারী ॥
 ইন্দ্রের আজ্ঞায় কাম হৈল ঘরাযুত ।
 সঙ্গে মিল সহচর বসন্ত মারুত ॥

কুলময় ধনু কুলময় পঞ্চ বাণ ।
 মধুকর কোকিল করয়ে কলগান ॥
 প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে চলিল মদন ।
 দণ্ড মাত্রে গেলা কীর যথা পঞ্চানন ॥
 ধ্যানেন্তে আছেন শিব অজিন আসনে ।
 কারি হাতে আছে গৌরী তাঁর সন্নিধানে ।
 সম্মোহন বাণ বীর পুরিল সব্বরে ।
 ঈষৎ চঞ্চল প্রভু হইল অস্তরে ॥
 ধ্যানভঙ্গ হলে শিব চারি দিগে গান ।
 সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ ॥
 কোপ দৃষ্টে মহেশ্বর বসিষে দহন ।
 দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন ॥
 তপোভঙ্গ দেখিয়া গেলেন অন্য স্থান ।
 পার্বতনন্দিনী গেলা পিতৃ সন্নিধান ॥

রতি বিলাপ ।

কামকান্ত কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি
 ধুলায় ধূষর কলেবর ।
 লোচীর কুন্তল আর তাকে নামা অলঙ্কার
 সমানে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ॥

পড়িয়া চরণ তলে রতি সকলুণে বলে

প্রাণনাথ কর অবধাম ।

তিলেকে বিস্মৃত হয়ে পাসরিলা প্রাণপ্রিয়ে

দূর কৈলা সোহাগ সম্মান ॥

জাগিয়া উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লহ

পাসরিলা পূর্বের পিরীত ।

তুমি নাথ যাবে যথা আমি আগে যাব তথা

তবে কেন হৈল বিপরীত ॥

মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে

আমি মরি তোমার বদলে ।

যে গতি পাইবা তুমি সেই গতি পাব আমি

রহিব তোমার পদতলে ॥

শঙ্করে মারিতে বাণ ইন্দ্রের লইলা পাণ

রতিরে করিতে অনাধিনী ।

দিয়া এ পরম শোক গেলা প্রভু পরলোক

মোর তরে পোহাল রজনী ॥

ভুবনে সুন্দর তনু তোমার কুসুম ধনু

সন্মোহন আদি পঞ্চ বাণ ।

লোটার ধরনী তলে মম পাপকর্মফলে

সুকঠিন বিধাতার প্রাণ ॥

এই হরকোপানলে তোমারে দহিল বলে

না বধিল রতির জীবন।

তোমা বিনা প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি

এই বড় রহিল গঙ্গন।

দেহযোগ নহে সত্য কেবল মরণ নিত্য

সর্বলোকে এই কথা জানে।

যৌবন মরণ কাল হৃদয়ে রহিল শাল

নাহি মানে প্রবোধ পরাণে ॥

কুল শীল রূপ গুণ জীবন যৌবন ধন

বিধবার সকলি বিফল।

বসন্ত প্রভুর সখা গোরে আসি দেহ দেখা

কুণ্ড কাটি জালহ অনল ॥

সুন্দর সিন্দূর ভালে চিরণী কুন্তল জালে

সঘনে নাড়য়ে আত্ম ডাল।

সঘনে ছলুই পড়ে রতি চতুর্দোলে চড়ে

ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ॥

গৌরীর তপস্যা।

তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।

আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ॥

দিন এক উপবাস দিনেক ভোজন ।
 ডাঙ্গিলা তামূল তৈল ভূষণ চন্দন ॥
 এক পদে কুতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ ।
 রজনী সময়ে কুশে করেন শয়ন ॥
 পঞ্চতপ করেন ভাবিয়া পঞ্চানন ।
 উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধ দৃষ্টে অরুণ লোচন ॥
 শুক্ল বাস পিঙ্গ কেশ অরুণ মুরতি ।
 করিলেন বৈশাখেতে ব্রতের নিয়তি ॥
 দুই উপবাস করি করেন পারণা ।
 মহেশ পূজেন দেবী হয়ে সাবধানা ॥
 চিত্তেন শিবের পদ মুদ্রিত লোচন ।
 মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন ॥
 তৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস ।
 পারণা করিলা শেষে সবে তিন গ্রাস ॥
 অন্ন তাজি খান দেবী কদলী বদর ।
 কত কাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর ॥
 শিবপদ ধ্যান পৌরী কৈলা অনুক্ষণ ।
 বৃক্ষের গলিত পত্র করিলা ভক্ষণ ॥
 ডাঙ্গিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্ন পান ।
 এইহেতু অপরা ইহল অভিধান ॥

ছলিতে আইলা হর দ্বিজবেশ ধরি ।
জিজ্ঞাসিলা গৌরী প্রতি তথায় উত্তরি ॥
তপস্বিনী কেন কর শিবপদে আশ ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অম্বিকার দাস ॥

গৌরী ও দ্বিজবেশ হরের কথোপকথন ।
অসীম বাঁহার গুণ যাঁর অফসিক্তি ।
বাঁহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি ॥
ত্রিভুবন রক্ষিলা করিয়া নিষ পান ।
মৃত্যুঞ্জয় বিনা বর কেবা আছে আন ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে করেন অঞ্জলি ।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর বাঞ্ছে পদধূলি ॥
ত্রিভুবনে দেখ যাঁর পরম সম্পদ ।
কেবা সেবা নাহি করে মহেশের পদ ॥
এমত গৌরীর কথা শুনি তপোধন ।
পুনরপি কিছু নিবেদিতে কৈল মন ॥
তপস্বিরে দেখি কিছু চঞ্চল অধর ।
সে স্থান ছাড়িয়া গৌরী গেলা স্থানান্তর ॥
এমন সময়ে হর নিজবেশ ধরি ।
পার্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারি ॥

মদনমোহন শিব দেখি বিদ্যমান ।
 সন্তুমে ভুলিলা গৌরী পূজার বিধান ॥
 সন্নিধানে দেখি গৌরী ত্রিদশের নাথ ।
 অবনী লোটায়ে দেবী করে প্রণিপাত ॥
 অভিপ্রায় বুঝি হর বলেন তাঁহারে ।
 প্রসন্ন হৈলাম গৌরী মালা দেহ মোরে ॥
 হইলাম তপস্ত্যয় প্রসন্ন তোমারে ।
 অঙ্কলি করিয়া গৌরী কহিল শঙ্করে ॥
 কৃপা করি যদি মোরে দিলা বর দান ।
 আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ ॥
 এমত শুনিয়া হর গৌরীর বিনয় ।
 নারদেরে পাঠাইয়া দিলা হিমালয় ॥
 আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল ।
 শুনি হিমালয় হৈল আনন্দে তরল ॥

মেনকার খেদ ।

মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে ।
 অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধর গণে ॥
 চিতাভস্ম বিভূষণ দেখে কলেবরে ।
 মেনকা বিষণ্ণ অতি হুইল অন্তরে ॥

কান্দেন পর্বতবানী গৌরীমায়ামোহে ।
 বসন তিতিল তাঁর লোচনের লোহে ॥
 চরণে নুপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ ।
 পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্য দেখি লাগে ধন্দ ॥
 অক্ষয় বলয় সর্প সর্পের পইতা ।
 তবু খেয়ে হেন বরে দিলেক ছুহিতা ॥
 গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো ।
 কপালে তিলক দিতে সাপে মাঝে ছোঁ ॥
 ওষধিসহিত স্তন দিলাম কপালে ।
 মৃত যোগে ললাটলোচনে বন্ধি জ্বলে ॥
 দেখিয়া বরের কপ লাগে গেল ধান্দা ।
 কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চান্দা ।
 হেন বরে কন্যা দেয় কি দেখি সম্পদ ।
 বাপ হয়ে মুঢ়মতি কন্যা করে বধ ॥
 পবনে দশন নাড়ে হেন বুড়া বর ।
 দেখিয়া বরের কপ জ্বলয়ে অন্তর ॥
 সেইখানে কেলাইয়া ছায়নির ডালা ।
 কান্দিতে কান্দিতে রামা নিজ গৃহে গেল ॥
 মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি ।
 এ বুড়া পাগল বরে দিল হেন বি ॥

কহিলেন নন্দী শুন দেব শূলপানি ।
 মদনমোহন রূপ ধরহ আপনি ॥
 এতেক নন্দির বাক্য শুনি ত্রিলোচন ।
 দেখিতে দেখিতে হৈল ভুবনমোহন ॥

শিবের মনোহর বেশ ধারণ ।
 আছিল বাঘের ছাল হইল বসন ।
 অঙ্গদ বলয় হৈল ভূজঙ্গম গণ ॥
 বাসুকি মাথায় হৈল কিরীট ভূষণ ।
 অঙ্গের বিভূতি হৈল সুগন্ধি চন্দন ॥
 অঙ্গি মালা ছিল যত হৈল রত্নমালা ।
 হরিতাল তিলকে শোভিত হৈল ভাল ॥
 মুকুট উপরে শোভে সুধাকর কলা ।
 ধরিল মদনরিপু মদনের লীলা ॥
 যোগবলে করে হর মনোহর বেশ ।
 জটায়ু হইল কুঞ্চিত চারু কেশ ॥
 হইল হেরিয়া বর সবার আহ্বাদ ।
 দেখিয়া সেনকা রাণী ত্যজিল বিবাদ ॥
 সবে বলে মিলিল গৌরীর বর ভাল ।
 মদনমোহন রূপ ঘর করে আল ॥

হর গোৱীৰ বিবাহ ।

বৃষ আরোহণে চলে দেব পঙ্কজানন ।
 মধ্যোতে কাণ্ডার পট ধরে কত জন ॥
 আকাশে চুন্দ্রভি বাজে পুষ্প বরিষণ ।
 মন্দ মন্দ নিনাদ করয়ে মেঘগণ ॥
 শিব প্রদক্ষিণ গোৱী কৈল সাত বার ।
 নিছিয়। কেলিল পান কৈল নমস্কার ॥
 মহেশ্বৰ কণ্ঠে গোৱী দিল রত্ন মাল ।
 দেখি দেবগণে স্তম্ভ বাড়িল বিশাল ॥
 হৰিষে পুলকে তন্ম দেব ঋষি মুনি ।
 তলাহলি দেয় সন্তে অমর রমণী ॥
 ব্রহ্ম পুরোহিত হৈলা বাক্যের বিধান ।
 হিমালয় আনন্দে করিল। কন্যা দান ॥
 হর গোৱী দুই জনে বসি একাসনে ।
 গ্রন্থছড়া বন্ধন করিল মুনিগণে ॥
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজে প্রজাপতি ।
 হর গোৱী আনন্দে দেখিল অরুন্ধতী ॥
 ঝাৰি থালা খেঁকু শয্যা দিল নানা দান ।
 উত্তম বসন শিবে দিল হিমবান ॥

দিলেন বিজয়া জয়া সখী পদ্মাবতী ।
 সমর্পিল ঝিরি রাজ বিনয়ে পার্বতী ॥
 ক্ষীরখণ্ড ভোগ কৈলা মহেশ ভবানী ।
 কুসুম শয্যায় দৌহে গৌয়ায় রজনী ॥
 নিবাসে রহিলা দৌহে কুসুম শয়নে ।
 অতরা মঙ্গল কাঁকরকর্ণেতে ভণে ॥

হর গৌরীর কন্দল ।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী ।
 শয্যা তৈতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি ॥
 নিতা নিয়মিত কর্ম করি সমাপনে ।
 বাসিলেন মহাদেব অজিন আসনে ॥
 বাম দিকে কার্তিকেয় দক্ষ লম্বোদর ।
 গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর ॥
 সন্তুমে উঠিয়া গৌরী করিলা অঞ্জলি ।
 কহিছেন শঙ্কর ভোজন কুতূহলী ॥
 কালি ভিক্ষা করি ছুঃখ পানু বহুধামে ।
 সকালে খাইয়া অদ্য থাকিব আশ্রমে ॥
 আজি গৌরী রাক্ষিয়া দিবেক মনোনীত ।
 নিম নিম বেগুণে রাক্ষিয়া দিবে তিত ॥

স্নকৃতা শীতের কালে বড়ই মধুর ।
 কুশাণ্ড বার্তাকু দিয়া রাক্ষিবে প্রচুর ॥
 ঘূতে ভাজি শক্রেতে ফেলহ কুলধড়ি ।
 চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি ॥
 রাক্ষিবে ছোলার শাক তাতে দিবে খণ্ড ।
 ভাজহ ভাজিয়া জাল দিবে ছুই দণ্ড ॥
 রাক্ষিবে মধুর সূপ দিয়া লবু জাল ।
 মন্তোলিয়া দিবে তথি মরিচের বাল ॥
 নটিয়া কাঁটার বীচি সারি গোটা দশ ।
 ঘূত সম্বরিয়া দিবা জামিরের রস ॥
 বড়ই করিয়া রাক্ষ সরিষার শাক ।
 লটু তৈলে বাথুরা করহ দৃঢ় পাক ॥
 রাক্ষিবা মুগের সূপ দিয়া ডাব জল ।
 খণ্ডে নিশাইয়া রাক্ষ করঞ্জের কল ॥
 আমড়া সংযোগে গৌরী বাক্ষহ পালঙ্ক ।
 মাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব ॥
 গোটা কাসুন্দিতে দিবে জামিরের রস ।
 এ বেলার মত রাক্ষ এ ব্যঞ্জন দশ ॥
 রন্ধন উদ্যোগ গৌরী কর হয়ে স্থির ।
 ভোজনের শেষে খাব হাঁড়ি দশ ক্ষীর ॥

বলিল। এতেক বাক্য যদি পশুপতি ।
 অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্শ্বতী ॥
 রক্ষন করিতে ভাল বলিল। গৌসাই ।
 প্রথম পাত্রে যাহা দিব তাহা ঘরে নাই ॥
 কালিকার ভিক্ষা নাথ উদার শুধিনু ।
 অবশেষে যাহা ছিল রক্ষন করিনু ॥
 আছিল ভিক্ষার শেষ পালি ছুই ধান ।
 গণেশের স্মৃষিক করিল জলপান ॥
 আজ্ঞাকার মত যদি বাস্কা দাও শূল ।
 তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল ॥
 এমনত শুনিয়া হর গৌরীর ভারতী ।
 বলেন সক্রোধ হারে দেব পশুপতি ॥

শিবের খেদোক্তি ।

ভাগি ডাড়ি ঘর' যাব দেশান্তর
 কি মোর ঘর করণে ।
 হয়ে স্বতন্তর তুমি কর ঘর
 লয়ে গুহ গজাননে ॥
 দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
 কুখায় অন্ন না মিলে ।

গৃহিনী দুর্জনে গৃহ হৈল বন
 বাস করি তরুতলে ॥
 কত ঘরে আনি লিখা নাহি জানি
 দেড়ী সম্বল না থাকে ।
 কতেক উন্মূর করে ছর ছর
 গণার মুষার পাকে ॥
 গুহার মধুরে খেদাইল মোরে
 সাপ ধরি ধরি খায় ।
 হেন লয় মোরে এই পাপ ঘরে
 রহিতে নাহি জুয়ায় ॥
 করুণা করিয়া বাঘ কিরে ধায়া
 দেখিয়া তার চলনি ।
 বলদ দুর্বল করে টল টল
 নাহি খায় ঘাস পানি ॥
 আন বাঘছাল শিক্কা হাড়মাল
 বিভূতি ডমরু বুলী ।
 চল চল নন্দী হও মোর সঙ্গী
 ঘরে না থাকিবে শূলী ॥
 এত বলি হর ছাড়ি নিজ ঘর
 চলিল। বুধ বাহনে ।

করিয়া বিনতি কহেন পার্বতী

শ্রীকবি কল্পণে ভণে ॥

কলিঙ্গরাজকে ভগবতীর স্বপ্নাদেশ।

দক্ষসুতা আমি দাক্ষী কাশীপুরে বিশালাক্ষী

লিঙ্গধরা নৈমিষ কাননে।

প্রয়াগে ললিতা নামে বিমলা পুরুষোত্তমে

কামবতী শ্রীগঙ্গমাদনে ॥

গোকুলে গোমতী নামা তমোলোকে বর্গভীমা

উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়ী।

জয়ন্তী হস্তিনা পুরে বিজয়া নন্দের ঘরে

হরিসন্নিধানে মহামায়া ॥

অসুর কুলের দর্পে দ্বৈবকী অষ্টম গর্ভে

হৈলা প্রভু ক্রিতি ভার নাশে।

হরিতে কৃষ্ণের ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী

খুইলা রোহিণী গর্ভ বাসে ॥

ভোজরাজ অবতংস শ্রীহরি করিয়া অংশ

বসুদেব গেলা নন্দাগার।

অগাধ যমুনা জল মায়া পাতি কৈলা স্থল

শিবাকপে নদী কৈলা পার ॥

কলিঙ্গ ভূপতির ভগবতী স্তব ।

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী ।
 গোকুল রাখিলা জয়া যশোদানন্দিনী ॥
 নিদ্রাক্রপা হয়ে তুমি ভাণ্ডিলা প্রহরি ।
 ধৈ কালে দৈবকীগর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি ॥
 নানা অবতারে তুমি বিষ্ণুসহারিনী ।
 ছুরিতহারিনী মাতা দুর্গতিনাশিনী ॥
 যমুনা আবর্জ্ঞাখালি বিষমকরালি ।
 তথি পার কৈলা ক্লেশে হইয়া শৃগালী ॥
 ভূভার খণ্ডিতে কৈলা আপনি প্রকার ।
 বংশ ভয়ে ক্লেশে কৈলা কালিন্দীর পার ॥
 কৌতুকে শুইয়া ছিল দৈবকীর কোলে ।
 কর পদ ধরিয়া বধিতে কংস তোলে ॥
 বিপদনাশিনী উমা গার হরিবংশে ।
 ক্লেশের করিল কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে ॥
 নন্দগোপসুতা শুভ্রনিশুভ্র নাশিনী ।
 ভুবনবন্দিতা বিদ্যুশিখরবাসিনী ॥
 নানা অস্ত্র বিভূষিত অষ্ট মহাভুজা ।
 বলি দিয়া দশ দিকপালে কৈল পূজা ॥

রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা ।
 তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা ॥
 ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ ।
 তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত ॥
 হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে ।
 ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে ॥
 নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিয়া ভগবতী ।
 অশুরের বধহেতু নারায়ণে মতি ॥
 যেই জন নাহি করে তোমার সেবন ।
 সে জন কি হয় হরি সেবার ভাজন ॥

নারদের ইচ্ছালয়গমন ।

সুধৰ্ম্মা সভায় বসি দেবরায়
 বিচিত্র হেম সিংহাসনে ।
 লইয়া পাঁজি পুথি সম্মুখে বৃহস্পতি
 বসিলা রাজসন্নিধানে ॥
 জয়ন্ত নীলাশ্বর আদি সহোদর
 বেষ্টিত শতক কুমার ।
 সেবক প্রধান যোগায় গুয়া পান
 বিনতি করিয়া ঘন সার ॥

বাজয়ে শ্রীখণ্ড হেম রত্নদণ্ড

চামর ঢুলার মাতলি।

আগে বন্দি ভাট করয়ে স্তুতি পাঠ

মাথায় করিয়া অঞ্জলি ॥

পাবক আদি করি দিগের অধিকারি

বরুণ নৈঋত শমন।

কুবের প্রভঞ্জন আদি দেবগণ

আইলা ইন্দ্রের সদন ॥

অঙ্গিরা অম্বি জ্ঞানি তুর্কাসা জৈমিনি

আইলা ইন্দ্রের ভবন।

এমন সময় আইলা মহাশয়

নারদ বিরিকিনন্দন ॥

উঠি সুরনাথ করি প্রণিপাত

বসাইল কনক আসনে।

করিয়া পূজন বার্তা জিজ্ঞাসন

শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

কহ না নারদ মুনি দেশের বারতা।

এত দিন মহামুনি ছিল তুমি কোথা ॥

এই ত্রিভুবনে নাহি তোমার সমান।

ভূত ভবিষ্যৎ তুমি যান বর্তমান ॥

ভাগ্যে তব পদধূলি আমার ভবনে ।
 পবিত্র হইলু আজি তব দরশনে ॥
 দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে ।
 চিরদিন লক্ষ্মী মোর থাকিবে ভবনে ॥
 নিজস্বষ্টি হজিতে করিল ধর্ম্মসেতু ।
 তোমাতে করিল বিধি পালনের হেতু ॥
 সেই জন বিশ্বজয়ী সকল ভুবনে ।
 যেই জন তোমার বীণার ধনি শুনে ॥
 ইন্দ্রের বচন এত শুনিল নারদ ।
 মুকুন্দ রচিল গীত মুনোহর পদ ॥
 নারদ কহেন কথা কহিতে হৃদয়ে ব্যথা
 নিবেদিতে বড় ভয় করি ।
 নিবাত কবচ জম্বু আর শুভ্র নিশুভ্র
 বাড়িল তোমার বড় অরি ॥
 সর্ব উপভোগ হীন শত কূলে প্রতিদিন
 দশ দণ্ডে মহাদেবে পূজে ।
 অবধান কর রায় অসুর প্রবল তায়
 শুভ্র নিশুভ্র রণে যুঝে ॥
 সেই মহাসুর জম্বু কি কব তাহার দম্ব
 ভুজবলে পর্বত উপাড়ে ।

সে অম্বর মহাবলে মহেশপূজার কলে
 দিকৃহস্তী তুলিয়া আছাড়ে ॥
 নানা পুষ্প নানা চন্দ্রে কুসুম কন্তুরি গন্ধে
 নৈবেদ্য কি বলিব তাহার ।
 কারল পূজার সার দিয়া ঘোড়শোপচার
 দক্ষিণা কাঞ্চন শত ভার ॥
 শিবেরে করিতে প্রীত দিনে করে নাট গীত
 সন্ধ্যাকালে বিশাল বাজন ।
 যদি পায় চতুর্দশী থাকে বীর উপবাসী
 নিরন্তর করে আগরন ॥
 কিবা সে সঙ্কল্প করি দৈত্য পূজে ত্রিপুরার
 ইহাতে সন্দেহ বড় মনে ।
 বুঝিলু দৈত্যের কার্য লইবে তোমার রাজ্য
 হেন আমি বুঝি অনুমানে ॥
 ভোগ কর লীলারঙ্গে থাকহ কামিনী সঙ্গে
 রাজভোগে হইয়া বিহ্বল ।
 পাইয়া শিবের বর দৈত্য টেঁহল ছুরন্তর
 কোন দিন পাড়ে গওগোল ॥
 ত্যজিয়া সকল কাজ একচিত্তে দেবরাজ
 মহেশ্বরে করহ ভজন ।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

উপদেশ করিয়া চলিলা মহামুনি ।
ইন্দ্রে মেলানি করি গেলেন অবনি ॥
স্বরলোক সহিত উঠিল সুরপতি ।
বিদায় দিলেন তাঁরে করিয়া প্রণতি ॥
পুনরপি সভায় বসিলা সুররায় ।
নিবিক্ত করিয়া চিত্ত শিবের পূজায় ॥
বৃহস্পতি বসিলেন লয়ে পাঁজি পুথি ।
বিচার করিলা গুরু শুভযোগ তিথি ॥
বিচার করিলা গুরু কালি ভাল দিন ।
গুণ বহু আছে তাহে দোষপরিহীন ॥
মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হৈল ভক্তিমান ।
নীলাম্বরে ডাকি ইন্দ্র তাহে দিল পান ॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি গঙ্গাস্নান ।
মহেশপূজার সজ্জা কর সাবধান ॥
শচীরে দিলেন তার চন্দনের তরে ।
কুসুম তুলিতে তার দিল নীলাম্বরে ॥
পান লৈতে নীলাম্বর কৈলা যোড় কর ।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর ॥

জ্যেষ্ঠাডাক নীলাম্বর করিল অবণ ।
 দৈবযোগে তাহা নাহি শুনে অন্য জন ॥
 বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর ।
 পড়িল গৌসাই বাধা মস্তক উপর ॥
 কুম্মম না তুলিয়া করি অন্য আরতি ।
 হোথযুক্ত হইয়া বলেন শচীপতি ॥

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ ।
 পূজা করি মহেশ্বর, শুন বংশ নীলাম্বর
 কুম্মম তুলিতে লহ পান ।
 প্রবিশ নন্দন বনে বিধা ঘুটাইয়া মনে
 মোর বাক্যে কর অবধান ॥
 নাহি নিমোজিনু রণে ছরন্ত অশ্বর সনে
 নাহি পাঠাইনু দূর দেশ ।
 হবে চারি দণ্ড যাবে কুম্মম আনিয়া দিবে
 ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ ॥
 বয়াতির পুত্র পুরু তাহার চরিত্র চারু
 জরা নিল বাপের বচনে ।
 শান্তি রসে দিয়া মন দিল আপন যৌবন
 বশ পায় সকল ভুবনে ॥

অনুজ্ঞা দিলেন তাত বনে গেলা রঘুনাথ
 ছাড়িয়া কনক সিংহাসন ।
 জানকী লক্ষ্মণ সাথে প্রবেশে কানন পথে
 যশে পূর্ণ করিল ভুবন ॥
 ভৃগু নামে মহামুনি সকল পুরাণে শুনি
 ব্রাহ্মণের কুলের নন্দন ।
 রেণুকা রমণী তার স্মৃত ভুবনের সার
 ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশন ॥
 রেণুকার দেখি দোষ হইল পরম রোদ
 স্মৃতে আদেশিল ভৃগু মুনি ।
 শুনিয়া পিতার কথা কাটিল মায়ের মাথা
 ত্রিভুবনে জয় জয় ধনি ॥
 বিমম আরতি লয় সবে যাবে দণ্ড ছয়
 নন্দন কানন ভিতর ।
 নিরাটে কুসুম আছে উঠিতে না হবে গায়ে
 আরাধনা করিব শঙ্কর ॥
 রোমযুক্ত পুরন্দর দেখিলে নীলাম্বর
 অঞ্জলি করিয়া নিল পান ।
 দামুন্যা নগর বালী সঙ্গীতেতে অভিলাষী
 শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

নন্দনকাননে তগবতীর মৃগরূপধারণ।

পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া ।
 নন্দন কাননে গিয়া পাতিলেন মায়া ॥
 কুলহীন কৈল মাতা যত উপবন ।
 নীলাম্বর বিনা অন্য না দেখে তেমন ॥
 বাম করে সাজি অঁকুড়ি ডানি করে ।
 প্রবেশিল নীলাম্বর কানন ভিতরে ॥
 কুলহীন কানন দেখিয়া নীলাম্বর ।
 কোথা পাব শত কুল গ্রহর ভিতর ॥
 অন্তরে কুলের চিন্তা নীলাম্বর পায় ।
 বগে চড়ি নীলাম্বর লঘুগতি যায় ॥
 সত্রার সময়ে ডোমচিল ডাকে মাথে ।
 কাঠুরিয়া কাঠ ভার লয়ে যায় পথে ॥
 উপনীত নীলাম্বর হৈল ঘোর বনে ।
 হেথা ধর্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে ॥
 সুন্দরী হরিণী কপা হয়ে মহামায়া ।
 ধর্মকেতু সম্মুখে রহিলা হরজায়া ॥
 রয়ে রয়ে ঘাম দেবী করি কত রঙ্গ ।
 তাঁর পাছে ব্যাধ ধায় যেমন পতঙ্গ ॥

আকর্ণ পুরিয়া ধনু বীর যোড়ে শর ।
 শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিল অশ্বর ॥
 অনিমিষ লোচনে দেখিল নীলাশ্বর ।
 ফুলচিন্তা দূরে গেল কান্দেন কোঙর ॥
 বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া লোচন জলে
 বিষাদ ভাবেন নীলাশ্বর ।
 হৃদয়ে রহিল শাল বরং ব্যাধ জন্ম ভাল
 কেন হৈনু ইন্দ্রের কোঙর ॥
 এই ব্যাধ ভাল জিয়ে তৃষ্ণা হৈলে পানী পিয়ে
 ক্ষুধা কালে করয়ে ভোজন ।
 প্রমথ নাথের পূজা যাবত না করে রাজা
 তত ক্ষণ উদর দাহন ॥
 এই ব্যাধ রূপধাম বনবাসী যেন রাম
 মৃগ দেখি মারীচ সমান ।
 সিংহ জিনি মধ্যদেশ লতাতে বেষ্টিত কেশ
 অভিনব যেন পঞ্চবাণ ॥
 না করিনু কোন কৰ্ম বিকল দেবতা জন্ম
 বিদ্যার না কৈনু অধ্যয়ন ।
 না করিনু ধনু লিঙ্গা কেমনে পাইব রক্ষা
 যদি হয় দেবাসুরে রণ ॥

সাজি দণ্ড হাতে করি কাননে কাননে কিরি
 অনুদিন যেন মালাকার ।
 চরণে কণ্টক ফুটে শতেক আঁচড় পিঠে
 নিদারুণ বিধাতা আমার ॥
 হইয়া বড় আকুল সমুদ্রে তুলিল ফুল
 শ্রীকল কণ্টক ছিল তথি ।
 ভাবিয়া অগ্নিকা পায় শ্রীকবিকঙ্কণে গায়
 বেগে রথ চালায় সারথি ॥

ভগবতীর পিপীলিকা রূপে পুষ্প প্রবেশ ।
 হইল পূজার কাল চিস্তিত কোণ্ডর ।
 দুই হাতে তোলে ফুল কানন ভিতর ॥
 ধন বেলা পানে চায় তৃষ্ণায় আকুল ।
 যত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল ॥
 কুসুম ভিতরে মাতা পাতিলেন মায়া ।
 পলাশে রহিল দেবী পিপীলিকা হৈয়া ॥
 ব্যোমযানে লঘুগতি আইসে নীলায়র ।
 স্নতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর ॥
 খেলায় উন্মত্ত শিশু কিবা কৈল পাপ ।
 আজি হর অবশ্য দিবেন অভিশাপ ॥

ধূপ স্রীপ নৈবেদ্য করিয়া অবিলম্ব ।
 আইলে নীলাশ্বর কৈল পূজার আরম্ভ ॥
 কুসুম অঞ্জলি পুঞ্জ দিল হর শিরে ।
 কণ্টক যাতনা প্রভু পাইলা অন্তরে ॥
 দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে ।
 আকুল হইল হর মরমে দংশিলে ॥
 অনল সমান জ্বলে পিপীলিকা বিষ ।
 রোষেতে কহেন হর মনে বিমরিষ ॥
 শুন শত্রু তুমিত স্বর্গের অধিকারী ।
 কিসের কারণে পূজ জনম ভিখারী ॥
 করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চনা ।
 কপট ভক্তি করি কর বিড়ম্বনা ॥
 পট্ট বস্ত্র পর তুমি গলে রত্নমাল ।
 হাড় মাল্য গলে মম পরি বাঘছান ॥
 অটল কমল্য তব সম্পদ বিশাল ।
 পরিহাস কর মোরে দেখিয়া ক্রাঙ্গাল ॥
 পুরহর নিষ্ঠুর ক্রকুটি ভীম মুখে ।
 নয়নে নিকলে শিশী বালকে বালকে ॥
 অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর ।
 মম দোষ নাহি পুষ্প জোলে নীলাশ্বর ॥

নীলায়রে জিজ্ঞাসা করেন শূলপাণি ।
 ভয় ত্যজি নীলায়র কহ সত্য বানী ॥
 কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে ।
 চণ্ডিকার ত্রতকথা হর কৈল মনে ॥
 মোর সেবা ত্যজি ইচ্ছা কর অন্য সাধ ।
 হ্রসিত চলহ মহী হও গিয়া ব্যাধ ॥
 হেন বাক্য হৈল যদি মহেশের তুণ্ডে ।
 পাকত ভাজিয়া পড়ে কুমারের মুণ্ডে ॥
 তেতক বচন যদি বলে পুরহর ।
 চরণ ধরিয়া স্তুতি করে নীলায়র ॥

— — —
 নীলায়রের শিবস্তুতি ।

চরণ ধরিয়া তরে কুমার বিনয় করে
 অপরাধ ক্ষম ক্লপাময় ।
 করিলাম লঘু পাপ দিলা গুরুতর শাপ
 ব্যাধকূলে জনম নিশ্চয় ॥
 আরোপিয়া পানিপুট পান করি কালকূট
 ত্রিবভুন কৈলা পরিজ্ঞান ।
 তুমি সত্য গুণধাম কিঙ্করে হইলা বাম
 মোর দৈব ইহাতে নিদান ॥

সুর নর নাগ যে বা করয়ে তোমার সেবা
 কেহ নাহি পায় অধোগতি ।
 আমার পাপের কলে শাপাধীন ব্যাধকূলে
 জন্ম করাইলা পশুপতি ॥
 শরণ লইয়া যে বা করে শিব তব সেবা
 তার কিবা হয় অবিনয় ।
 না দেখি এমন স্থিতি চন্দ্র হৈতে বিবরুষ্টি
 চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয় ॥
 অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাম কামঅরি
 ফলযোগে হৈলা প্রতিকূল ।
 নিতান্ত দৈবের দোষে ভরা দিনু লাভ আশে
 হরি হরি নাশ গেল মূল ॥
 বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়
 যেই ইচ্ছা করহ তেমন ।
 রূপা কর দেববর্গ না চাহি নরক স্বর্গ
 তোমার চরণে থাকু মন ॥
 দেখিয়া তাহার দুখ লাজে হর হেটমুখ
 আজ্ঞা দিলা দেব পঞ্চানন ।
 হইয়া চণ্ডীর ভক্ত চারি মাসে হবে মুক্ত
 আসিবে আপন নিকেতন ॥

এতেক বলিয়া হর কৃপা করি দিল বর
নীলায়রে দিল আলিঙ্গন ।
চৌদিকে বান্ধব মেলা গলায় তুলসী মালা
গঙ্গাজলে করিল শয়ন ॥

ইন্দের শিবস্তব ।

নীলায়র শাপ হেতু ভাবিত অন্তর ।
পূজা সাক্ষ করি স্তুতি করে পুরন্দর ॥
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বার বার ।
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥
পুত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান ।
তুমি সত্য তোমা বিনা নাহি দেখি আন ॥
অভক্তি তোমার পদে বিপদ নিদান ।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ ॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কর জয় ।
যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয় ॥
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি ।
ত্রিভুবন মধ্যে তার নাহিক দুর্গতি ॥
মোর নিবেদনে প্রভু কর অবধান ।
পুনর্ব্বার পুষ্প তুলিবারে দেহ পান ॥

ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হর ।
অঞ্জলি করিয়া পান নিল পুরন্দর ॥

নীলাহরনরনে ছায়া সহযুতা ।
দৈল জলসহী পতি ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী
লোকমুখে শুনিল বারতা ।
চৌদিকে বেষ্টিত সখী সন্তাপে মলিনমুখী
হরি হরি শ্রবণে বিধাতা ॥
ইন্দ্রবধূ কান্দে ছায়া সকল ত্যজিয়ে মায়া
স্বামী মৈল প্রথম যৌবনে ।
নীলায়র করি কোলে বসিয়া গঙ্গার জলে
হৃদয়ে যুগল মুক্তি হানে ॥
পাড়িয়া চরণ তলে ছায়া সক্রোধ বলে
প্রাণনাথ কর অবধান ।
তিলেকে দারুণ হয়ে পাসরিলে নিজপ্রিয়ে
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান ॥
জাগিয়া উত্তর দেহ ছায়ারে সঙ্কেতে লহ
পাসরিল পূর্বের পিরীত ।
তুমি যাহ যথা তথা আমি আগে যাই তথা
আজি কেনে কৈল বিপরীত ॥

মোর পরমায়ু লয়ে চির কাল থাক জীয়ে
 আমি মরি তোমার বদলে ।
 যে গতি পাইবা তুমি সে গতি পাইব আমি
 রহিব তোমার পদতলে ॥
 র বতি তুলিতে কুল বিধি হৈলা প্রতিকুল
 জীবন ত্যজিলা হর শাপে ।
 গুণ কপালিনী ছায়া শঙ্কর ত্যজিলা দয়া
 মরিনু পরম পরিতাপে ॥
 দেহ যোগ নহে সত্য কেবল মরণ নিত্য
 মর্য লোকে এই কথা জানে ।
 যৌবনে মরণ কাল হৃদয়ে রহিল শাল
 নাহি মানে প্রবোধ পরাণে ॥
 সিন্ধুর তিলক ভালে চিরনি কুন্তলে দোলে
 সঘনে নাড়য়ে আক্ৰডাল ।
 সঘনে ছলুই পড়ে ছায়া চতুর্দোলে চড়ে
 ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ॥
 অনল জালিয়া কুণ্ডে হৃত ঢালে ভাণ্ডে ভাণ্ডে
 সুরনদী তীরে শুভদতী ।
 দুইকূলে দিয়া বাতি জীবন ত্যজিল মতী
 পতির মরণে ছায়াবতী ॥

কালকেতুর জন্ম ।

পূর্ণ হৈল দশ মাস ইন্দ্রসুত গর্ভবাস

ভুঞ্জন আপন কৰ্মফলে ।

প্রসূতি মারুত লড়ে অনুক্ষণ ব্যথা বাড়ে

লোটার নিদয়া মহীতলে ॥

সখীকক্ষে দিয়া কর আইসে যায় বাহির ঘর

কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানি ।

আসি কেহ প্রিয়সই মুখে তুলি দেয় থই

নিদয়া স্বামিকে কহে বানী ॥

বসিলে উঠিতে নারি উদর হইল ভারি

শুইলে ফিরিতে নারি পাশ ।

চাহিতে না পারি হেটে সূচী যেন বিক্ষে পেটে

দূর হৈল জীবনের আশ ॥

আমার বচন শুন খাত্রিকা ডাকিয়া আন

যেই জানে প্রসব সন্ধান ।

খুজিয়া নগরে জ্ঞানি করহ ঔষধ পানি

নিদয়ার রাখহ পরাণ ॥

শুনি নিদয়ার কথা মরমে পাইয়া ব্যথা

চলে ব্যাধ কলিঙ্গ নগরে ॥

সবকের ছুঃখ খণ্ডী ত্রাঙ্কণীর বেশে চণ্ডী
 উরিলেন ব্যাধের মন্দিরে ॥
 কিস্কর পুত্রের লেখা পথে চণ্ডী দিলা দেখা
 পড়ে ব্যাধ চণ্ডীর চরণে ॥
 ভাঙ্গা করি ঠাকুরাণী যে জান ঔষধ পানী
 নিদয়ারে রাখহ পরাণে ॥
 চণ্ডী জিজ্ঞাসেন কথা শুনিয়া প্রসব ব্যাথা
 কপটে মস্ত্রিত কৈলা জলে ।
 কেমন পুণ্যের ফল নিদয়া পীলেন ফল
 কুমার পড়িল ভূমিতলে ॥
 উড়া উড়া করে সূত দুই জন হর্ষযুত
 নিদয়ার সকল মানস ।
 শ্রুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্ম্যকেতু
 দ্বিজের দিল যুগ গোটা দশ ॥

কালকেতুর বালালীলা ।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু ।
 বলে মন্ত গজপতি কপে নব রতিপতি
 সভার লোচনসুখহেতু ॥

নাক মুখ চক্ষু কাণ কুঁদে যেন নিরমাণ

ছুই বাহু লোহার মাবল।

কপ গুণ শীল বাড়। বাড়ে যেন হাতী কড়া

যেন শ্যাম চামর কুম্ভল ॥

বিচিত্র কপাল তটী গলায় জালের কাঁটা

করঘোড়া লোহার শিকলি।

বুকশোভা ব্যাঘ্রনখে অঙ্গে রাজাধূলি মাথে

কটিতটে শোভয়ে দ্বিবলি ॥

কপাটবিশাল বুক নিন্দ্রি ইন্দীবর মুখ

আকর্ষ আয়ত বিলোচন।

গতি জিনি গজরাজ কেশরি জিনিয়া মাঝ

মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন ॥

ছুই চক্ষু জিনি নাটা খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা

কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।

পরিধান রাজা ধড়ী মস্তকে জালের দড়ী

শিশুমাবে যেমন মণ্ডল ॥

সহিয়া শতেক ঠেলা যার সঙ্গে করে খেলা

তার হয় জীবন সংশয়।

যে জন আঁকড়ি করে, অচাড়া খরনী ধরে

ডরে কেহ নিকটে না রয় ॥

সজ্জ শিশুগণ কিরে শশারু তাড়িয়া ধরে
 দূরে গেলে ধরায় কুকুরে ।
 বিহঙ্গ বাঁটুলে বিক্ষে লতায় জড়িয়া বান্ধে
 ভার লয়ে বীর আসে ঘরে ॥
 এক আসিয়া ঘরে শুভ তিথি শুভ বারে
 ধনু দিল ব্যাধস্বতকরে ।
 লাটা দিয়া বিক্ষে রেজা বাড়িতে শিখায়ে নেজা
 চামর চৌতুলি দেয় শিরে ॥
 ইচ্ছা হয় যেই দিনে বনে যায় বাপ সনে
 আগে ধায় জিনিয়া পবনে ।
 তাড়িয়া হরিণ ধরে বি কাজ ধনুক শরে
 বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে ॥
 দেহযোগে একবার পিতাপুত্রে লয়ে ভার
 হাতে গেল নিদয়ার সনে ।
 দীরা নিদয়ার কাছে মাংসের গসরা বেচে
 কুল্লরা আছেন সন্নিধানে ॥
 দীরা নিদয়ারে বলে কি হয়েছে পুত্র কোলে
 তারে কিছু বলেন নিদয়া ।
 আশীর্বাদ কর সই বৃদ্ধি হয় পরমাই
 বর দেহ কাট হয় বিয়া ॥

দৈবের নির্বন্ধ দড় ছুজনে একত্র জড়

মনে মনে চিন্তে হিরাবতী ।

কুল্লরা সেবেছে হর এই তার যোগ্য বর

যেমন মদন আর রতি ॥

সাগ্রিও ওঝা ফুল তুলি হাতে কুশ কান্ধে কুলি

আইল ধর্মকেতু সন্নিধান ।

ককট কমঠ ভেট দিয়া কৈল মাথা হেট

সাগ্রিও ওঝা করিল কল্যাণ ॥

কালকেতুর বিবাহোদ্যোগ ।

সোমাই পণ্ডিত সঙ্গে বসিয়া বিরলে ।

চরণে ধরিয়া ধর্মকেতু কিছু বলে ॥

শত শত পুরুষে তোমরা পুরোহিত ।

দেবের সমান দেখি তোমার চরিত ॥

পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ ।

কিরাত নগরে কন্যা করহ ত্লাস ॥

এতক বলিল ব্যাধ দ্বিজের চরণে ।

কুল্লরা সঞ্জয়সুতা পড়ে তার মনে ॥

অঙ্গীকার করি ওঝা চলিলেন বাট ।

সবে গেলা নিকেতন সমাপিয়া হাট ॥

সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ ।
 বন্দিল। সঞ্জয় তার পদসরসিজ ॥
 এমত সময়ে তথা কুল্লরা সুন্দরী ।
 পুরোহিতে নতি করে কর'ঘোড় করি ॥
 কহেন সঞ্জয়কেতু দিব এক ভার ।
 কুল্লরার বর খোজ উদ্যোগ তোমার ॥
 এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে কুল্লরা ।
 কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা ।
 রক্ষন করিতে ভাল এই কন্যা জানে ।
 বন্ধুজন মেলিয়া ইহার গুণ গণে ॥
 চন্দ্রকেতু পিতামহ বাপ ধর্ম্যকেতু ।
 তার পুত্র কালকেতু কুলঘশহেতু ॥
 একাদশ বৎসরের যেন মত্ত হাতি ।
 অজ্জুন সমান যার ধনুকে সুখ্যাতি ॥
 সেই বরযোগ্য কন্যা তোমার কুল্লরা ।
 চাহিয়া পাইলা যেন হাঁড়ি আর সরা ॥
 একে পায় আরে চায় বলে হিরাবতী ।
 আমার কুল্লরা কন্যা আন্ধারের বাতী ।
 পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন ।
 ঘটকালি ওঝা তুমি পাবে বার পণ ॥

পাঁচগুণা গুণা পাবে গুড় ছই শের ।
 ইহা বই আর কিছু না করিও ফের ॥
 ভরা করি গেলা দ্বিজ যথা ধর্ম্মকেতু ।
 কহিল সকল কথা বিবাহের হেতু ॥
 ভক্ষ্য দ্রব্য করিল হইল বাধ মেলা ।
 সঞ্জয় আনিয়া বরে দিল বরমালা ॥
 গোলাহাটে পণ দিল দ্বাদশ কাহন ।
 কন্যার দর্শনি দিয়া ধরিল লগন ॥
 রবিবার ত্রয়োদশী নক্ষত্র রেবতী ।
 বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি ॥

কালকেতুর বিবাহ ।

নানা দ্রব্য কিনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
 নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুগণ ।
 লয়ে অধিবাস ডালা কিরাতনগরে গেলা
 বন্ধুসহ সোমাই ব্রাহ্মণ ॥
 আসনে বসিল দ্বিজ পূর্ব মুখে সরসিজ
 শুভ ক্ষণে বাক্সিলা ছান্দলা ।
 গোময় লেপিয়া মাটী আলিপনা পরিপাটী
 চতুর্দিকে বান্ধবের মেলা ॥

কুল্লরার গন্ধ অধিবাস ।

সুবেশ কুল্লরা নারী সঙ্কে সখী পাঁচ চারি
হিরাবতী হৃদয়ে উল্লাস ॥

পরিয়্য হরিজাবাসে কটাক্ষ করিয়া হাসে
যত ছিল পরিহাস্য জনে ।

ছায়ামণ্ডপের তলে মন অতি কুতূহলে
বসিল পিতার সন্নিধানে ॥

ব্রাহ্মণ বসিয়া পাঁঠে বেদমন্ত্র পড়ে ঘটে
গণেশ করিয়া আবাহন ।

পূজি পঞ্চ উপচারে অন্য অন্য দেবতারে
শুভক্ষণে গন্ধাপিবাসন ॥

নহী গন্ধ ধান্য শিলা দুর্কা শত পুষ্পমালা
হৃত দধি স্বস্তিক সিন্দূর ।

শঙ্খ কঙ্কল সোণা তাম্র রোপ্য গোরোচনা
চামর দর্পণ কর্ণপূর ॥

দ্বিজ সূত্র বাক্ষে করে মুকুট বান্ধিল শিরে
জয় জয় ধনি চারি ভিতে ।

ষোড়শ মাতৃকা পূজা একে একে চেদিরাজা
হৃতধারে কৈল পুরোহিতে ॥

সকল মঙ্গল কৰ্ম যেবা ছিল কুলধৰ্ম
ধৰ্মকেতু কৈল সমাপন ।

মুকুটমণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর
বন্দে দ্বিজ গুরুর চরণ ॥

গমনের শুভ বেলা বাগ্দি যোগায় দোলা
তথি বীর কৈল আরোহণ ।

বরযাত্রী পড়ে সাড়া চেমসা দগড় কাড়া
বর বেড়ি বাজিয়ে বাজন ॥

কালকেতুর বিবাহ মঙ্গল ।

চৌদিকে হলুই ধনি দেয় ব্যাধনিতস্থিনী
নিদয়ার জনম সকল ॥

চৌদিকে দিয়টি জলে যায় সবে কুতূহলে
বরযাত্রী আনন্দিত মন ।

আনাতা গৌরব হেতু আসিয়া সঙ্কয়কেতু
নানাকপে করে সন্তোষণ ॥

ছায়ামণ্ডপের মাঝে বসাইল বর সাজে
বন্ধুজনে করে কুতূহল ।

স্বস্তিবাক্য দ্বিজে করে বরণ করিল বরে
বীর খড়া ফটিক কুণ্ডল ॥

কুসুমাবলী ।

কালকেতুর পশু সঙ্গে যুদ্ধ ।

জালদড়ি বাস্তিয়া রঞ্জিত কৈল কেশ ।
রাক্ষা ধূলি মাখিয়া অঙ্গের করে বেশ ॥
প্রণাম করিল বীর চণ্ডীর চরণ ।
গহন কাননে গিয়া দিল দরশন ॥
কাননে থাকিয়া বাঘা দেখে মহাবীর ।
সাড়়া পেয়ে তখন আইসে ধীরে ধীর ॥
চির দিন রোমে বাঘ শোকাকুল তনু ।
লক্ষ দিয়া বাঘা ধরে তার মহা ধনু ॥
বজ্র মুটকি বীর মারে বাঘ মুণ্ডে ।
ঝলকে ঝলকে তার রক্ত উঠে ভূণ্ডে ॥
বজ্র মুটকি শিরে মারে মহাবীর ।
এক ঘায় বাঘা তথা তাজিল শরীর ॥
সমরে পড়িল ব্যাঘ্র হৈল বড় শোক ।
রাজ স্থানে বার্তা দিতে চলিলেক কোক ॥
শুনিয়া কোকের মুখে বাঘের মরণ ।
কোপে সিংহ ধৈর্যে যায় করিবারে রণ ॥
লাঙ্গুল তুলিয়া সিংহ মাথার উপর ।
কলার বাগুলা যেন কম্পিত কেশর ॥

কুসুমাবলী ।

বিরলে করিয়া স্থান জামাতার করে মান

প্রেমবতী ব্যাধের অবলা ।

শিরে দিয়া দুর্ঝা ধান নিছিয়া ফেলিল পা

গাঁথি গলে দিল পুষ্পমালা ॥

চারি দিগে গীত নাট ফুল্লরা চড়িল পাট

কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে ।

চৌদিগে ব্যাধের নারী উচ্চৈঃস্বরে বলে :

ছায়নি করিল কন্যাবরে ॥

বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জয়কেতু

করে কুশকরে কন্যা দান ।

যৌতুক ধনুক খান তিন তীর থরশাণ

আর দিল যে ছিল বিধান ॥

চেমসা বাজায় পড়া দ্বিজ বাঞ্ছা গ্রন্থি ছড়

বরকন্যা দেখে অরুক্ষতী ।

বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহতি করে ভো

দৌহে কৈল অনলে প্রণতি ॥

দৌহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ

রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়া ।

চিন্তাযুক্ত ধর্মকেতু কুটুম্ব জিজ্ঞাসা হেতু

বেহাইরে মাগিল বিদায় ॥

পশুরাজ সঙ্গে বীর যুঝে কালকেতু ।
 দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুখা হেতু ॥
 চতুর্দিকে বীর বেড়ি সিংহ ডাকি বলে ।
 আমার সকল পশু ভূমিত মারিলে ॥
 পড়িলি আমার হাতে নিকট মরণ ।
 নখে দন্তে লেজে তোরে করিব নিধন ॥
 মহাবীর বলে মোর হৈল বড় ভাল ।
 মরিবার তরে পশু নিকটে আইল ॥
 যেই পশু চাহিয়া বেড়াই বনস্থলে ।
 হেন পশু বিধি আনি মিলাইল কোলে ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিল ব্যাধের নন্দন ।
 আকাশেতে বজ্রাঘাত হইল যেমন ॥
 পাইল কুঞ্জর বল বড়ই দুঃস্থ ।
 বীরের শরীরে আসি ঠেকাইল দন্ত ॥
 খর টাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করি গণ্ড ।
 বালকে যেমন কাটে ইক্ষুকের দণ্ড ॥
 পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি ।
 পাইল সমরে সিংহ সমীরণগতি ॥
 দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর ।
 শোণিত বীরের অঙ্গে বহে বার বার ॥

ছুই জনে যুদ্ধ করে ছুই মহাবল ।
 দৌহাকার পদভরে ক্ষিতি টল মল ॥
 রণ ছাড়ি যুগেন্দ্র পলায় দড় বড়ি ।
 পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি ॥
 ধনুকের বাড়ি থেয়ে সিংহ নাহি ক্ষিরে ।
 লাজুল লোটার তার অবনি উপরে ॥
 দেবীর বাহন বলি নাহি মারে বীর ।
 প্রাণ পেয়ে যুগরাজ পান করে নীর ॥
 সেই দিন মহাবীর যায় নিকেতন ।
 অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসরে দিয়া চাড়া
 থর খুর কাছে তিন বাণ ।
 শিরে বান্ধে জাল দড়ি কানে কটিকের কড়ি
 মহাবীর করিল পয়ান ॥
 দূরে থাকি দেখে চর কহে সিংহ বরাবর
 কালকেতু ঐ আইসে বন ॥
 করি অতি বড় দম্প পথ আগুলিল সিংহ
 ছুই জনে করে মহারণ ॥
 সিংহ মহাবীরে রণ চমকিত পশুগণ
 অবিরত দোহার গর্জন ।

সিংহের না বল টুটে অস্ত্র নাহি গার কুটে

ঝড় বহে নিশ্বাস পবন ॥

সিংহ মুখ যেন দরী নখ যেন তীক্ষ্ণ ছুরি

ছুটা গৌফ লাগিল অবনে ।

দশনের কড়মড়ি ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি

যেন তারা উদয় লোচনে ॥

কাঁপয়ে উন্মত্ত জটা ব্যোম ছাড়ি মেঘ ঘটা

যেন কিরে বিজলি সঞ্চারে ।

বার অতি শীঘ্র গতি নখে আঁচড়িয়া ক্ষতি

ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে ॥

এন তোলা দেয় গৌমে ফেলি শরাসন লোকে

আগুলয়ে সিংহের সরণি ।

দাইতে বীরের দাপে ভয়ে বসুমতী কাঁপে

ধুলায় লুকায় দিনমণি ॥

মার মার বীর ডাকে বাণ মারে ঝাঁকে ঝাঁকে

সঘনে বাজায় জয়শব্দ ।

সঘনে ছাড়য়ে গুলি অবনে লাগয়ে তালি

ত্রিভুবনে লাগয়ে আতঙ্ক ॥

গগনে উঠিয়া চাপে কীরকে কেশরী ঝাঁপে

হানিতে চাপড় চাহে বুকে ।

তুলিয়া মহিষ ঢালে সিংহেরে হানিল ভালে

দারুণ মুটকী মারে মুখে ॥

সিংহ বড় রণে দড় বীরেরে মারিল চড়

লাফ দিয়া উঠিল গগনে।

পড়িল বীরের গায় লুকাইল ঢালে কায়

সিংহ রহে বীরের চরণে ॥

পরাক্রম নাহি টুটে কেশরী মেলিয়া উঠে

যেন ক্ষিতি উদয় তপন।

ধাইয়া কানন মাঝে সিংহেরে ধরিল লেজে

বিষধরে গরুড় যেমন ॥

লেজে ধরি দিল পাক সিংহ যেন ফিরে চাক

তথাপি সিংহের বড় বল।

তুলিয়া আছড়ে ভূয়ে শোণিত নিকলে মূয়ে

দুই অঙ্গে বহে ঘামজল ॥

বাঘ পৃষ্ঠে মারে বাড়ি লয়ে যায় তাড়াতাড়ি

ভল্লুক প্রবেশে গিয়া গড়ে।

সরভ পলায়ে যায় বীর ধরে পাছু পায়

পাক দিয়া তুলিয়া আছড়ে ॥

মাথায় লাঙ্গুল তুলি বাঘ আইসে মুখ মেলি

বাকসের পুষ্প হেন দাঁড়া।

ফেলিয়া মারিল ঠোঙ্গি বাঘের দশন ভাঙ্গি
 লেজে ধরি দেয় পাকনাডা ॥
 সিংহ চাহে কোপ দৃষ্টে আঁচড়ে বীরের পৃষ্ঠে
 বরজে করিল ছারখার ।
 রম সম নখ ধরে ছুই বীরে যুদ্ধ করে
 অঙ্গে বহে শোণিতের ধার ॥
 দৌছে বাছ কসাকসি যেন যুদ্ধে রাছ শনি
 প্রথর নখর যম ধর ।
 ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে সিংহের দশন ভাঙ্গে
 অঙ্গে যেন জাঁতয়ে কিস্কর ॥
 কেশরিকে ধরি বলে পাঁজর ভাঙিল কিলে
 রূপায় ছাড়িল মহাবীর ।
 সিংহ রা ছাড়ি যায় বীর পানে ঘন চায়
 ত্রাসেতে পিলেক সিংহ নীর ॥
 কালকেতু রণজিত আনন্দে সরসচিত
 আইল আপন নিকেতন ।
 রচিলা ত্রিপদী ছন্দ প্রাচালি করিয়া বঙ্গ
 হৃদবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ভগবতীর গোখিকা রক্তা ধারণ ।

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
 খর খুর কাছে তিন বাণ ।
 শিরে বাঞ্ছে রাজ্য দড়ি কর্ণে ক্ষুটিকের কা
 মহাবীর করিল পয়ান ॥
 দেখে কালকেতু স্তম্ভল ।
 দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বিকসিত সরসিজ
 বামে শিখা ঘটে পূর্ণজল ॥
 চৌদিকে মঙ্গল ধনি দক্ষিণে আশুশুক্লগি
 দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী ।
 দেখিল রুচির তনু বৎসের সহিত খেলু
 পুরাঙ্গনা দেয় অরধনি ॥
 দূর্য্য ধান্য পুঞ্জনালা হীর্য নীলামোতি
 বাম ভাগে বারানতিবিনী ।
 হৃদয় মন্দিরা রায় কেহ নাচে কেহ গায়
 শুনে বীর হরি হরি ধনি ॥
 দেখি বীর শুভরীত আনন্দে সরস চিত
 প্রবেশ করিল বন আগে ।

দখিল রুচির তনু রূপে জিনি হেম ভাসি

সুবর্ণ গোধিকা সব্য ভাগে ॥

সুবর্ণ গোধিকা দেখি মহাবীর হৈল দুঃখী

অযাত্ৰিক পাপ দরশনে ।

দেখিল মঙ্গল যত সকল হইল হত

ঈদব দুঃখ দেন সতে গণে ॥

গোধিকা যাত্ৰিক নয় সকল পুরাণে কয়

কুম্ভ গণ্ডা শালুক শশক ।

রূপা কর গুণধাম সেবকবৎসল রাম

তব নাম দুঃখনিরাকর ॥

যদি বা সাসিয়া রাণ লই গোধিকার প্রাণ

না যাইবে দৈন্য দুঃখ জালে ।

যদি মৃগ পাই আমি জানিব দেহতা তুমি

নৈলে তোমা পোড়াব অনলে ॥

কালকেতুর কানন প্রবেশ ।

কাননে প্রবেশি বীর করে শোভে তিন তীর

ঘন ঘন গৌকে দেয় তার ।

পাতিয়া বাগুরা দড়া আগলে বনের সুড়া

কাননে করিল মহামার ॥

হাতে গাণ্ডি কিরে কালকেতু ।

জাল ফাঁদ বনে এড়ি ষোপ ঝাপে মারে বাড়ি

মৃগ বধে জীবনের হেতু ॥

উঠিয়া পর্বত পাড়ে নেহলিয়ে ঝোড় ঝাড়ে

দরী গিরি শিখর কানন ।

ধায় মৃগ অনুপদী ঘামে অঙ্গে বহে নদী

বেগবাতে কাঁপে তরুগণ ॥

নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া দণ্ডে আইল বিহল চুণ্ডে

ঝিন্টী ঝাউ বোরনা গহন ।

চৌদিকে নেহালে শাখী বাসা আছে নাহি পা

সস্তাপে বীরের পোড়ে মন ॥

দেখি মৃগ খুর নখ না চলে লোচন পথ

কাছে মৃগ দেখিতে না পায় ।

দৈন্য জরা ছুঃখ খণ্ডি পুনঃ দেখা দিল চণ্ডী

মৃগ পক্ষী হৈল লুকি কায় ॥

শুকান কানন দেখি কাঠে কাঠে তোলে শিখী

পোড়ে উলু কেশে বেনা বন ।

দৈন্য ছুঃখ শোক খণ্ডি রূপা দৃষ্টি দিল চণ্ডী

মারামৃগ কাপোতে তখন ॥

সর্বসঙ্গার মৃগীকণ ধারণ ।

বীরের বিক্রম দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী ।
 যুগে যুগে দৈত্যগণ সঙ্কে যুদ্ধ করি ॥
 মহিষ অস্তুর জন্তু শুভ্র ও নিশুভ্র ।
 নীরের সমান কেহ নাহি দেখি দন্ত ॥
 মায়ামৃগী হয়ে দেখি বীরের পাইকাল ।
 মৃগীকণা হৈল বনে শ্রীসর্বসঙ্গল ॥
 উত্তরিল দেবী কালকেতু সন্নিধানে ।
 দেখি বীর আকর্ষণ পুরিয়া ধনু টানে ॥
 মৃগ অনুপদে বীর ধায় শীঘ্রগতি ।
 ক্ষণে ক্ষণে ধূলায় লুকান ভগবতী ॥
 এই পাপ মায়া মৃগ পবন জিনিয়া বেগ
 মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি ।
 যেন রামে বিড়ম্বিতে আইল কানন পথে
 মারীচ যেমন মায়াবিধি ॥
 গায়ে রতন প্রচুর রজতের চারি খুর
 হেমময় উজ্জয় বিমাণ ।
 ইহার বেগের কথা উপমান দিব কোথা
 লাগ নিতে নারে হস্তমান ॥

বদরী কলের তুল্য নাসা অগ্রেতে অমূল্য

গজমুক্তা তাহে লম্বমান।

কণ্ঠেতে কনক হার হীরায় গাঁথনি তার

কার সঞ্জে দিব উপমান ॥

অতসী কুসুম বর্ণ প্রবাল রুচির কর্ণ

কমলের দল ছুই আঁখি।

আমিত বৎসর সাত যুগ মারি খাই ভাত

এমনত কভু নাহি দেখি ॥

হেন লয় মোর মনে পূজিয়াছে কোন জনে

এই ত হরিণী অভিলাষে।

লইয়া এ নানা ধন বিপাকে আইল বন

আমার ছুঃখের অবশেষে ॥

এই যুগ যদি ধরি বেচিয়া সম্বল করি

কুল্লরা পরিবে যুগ ছাল।

মণি ও মানিক্য যত হেমময় মরকত

পাইলে ঘুচিবে ছুঃখ জাল ॥

হেমময় যুগ দেখি আমি মনে হেন লখি

মোরে ধন মিলিল প্রচুর।

আমি যদি মনে করি পবন ধরিতে পারি

হরিণী পলাবে কত দূর ॥

পুলকে পূর্ণিত তনু লুকিয়া ধরয়ে
 ঘন ঘন গৌকে দেয় তোলা ।
 দেয় ধনুকে টঙ্কার ছাড়ে বীর ছছকার
 অঙ্গেতে মাথয়ে রাঙ্গা ধুলা ॥
 যুগ ক্ষণে ক্ষণে উড়ে ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে
 যুগী দেখি নাহি দেখি ছায়া ।
 ক্ষণেক তাণ্ডব করে ক্ষণে যেন চক্র ফিরে
 যুগ নহে দেবতার মায়া ॥
 যুগের দেখিয়া রূপ কালকেতু ভাবে দুখ
 না করিতে পারিল সন্ধান ।
 যাকর্ণ পুরিল শর কোথা গেল যুগ বর
 দূরে গেল বীরের অভিমান ॥

কালকেতুর কাননে খেদ ।

বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া লোচন জলে
 বিষাদ ভাবেন কালকেতু ।
 কোন দেব দিল শাঁপ কিবা পশুবধ পাপ
 দুঃখ আমি পাই সেই হেতু ॥
 হয়ে ব্যাধকুলে জন্ম করি পশুহিংসা কৰ্ম
 বেচিয়া সম্বল নিত্য করি ।

হৃগ্নম কাননে আমি যুগ না পাইবু আমি

সম্বল আশয়ে মিথ্যা কিরি ॥

ত্রিবিধ প্রকার লোক কাহার নাহিক শোক

নিবাস করয়ে ত্রিভুবনে ।

এই পাপ ভুঞ্জিবারে বিধি জন্মাইল মোরে

পশু মারি বিবিধ বিধানে ॥

অনুদিন বনে কিরি ঝোড়ে ঝাড়ে বাড়ি মারি

গায়ে ছড় কাঁটা কুটে পায় ।

গণ্ডার শার্দূল করি কত বনে বধ করি

তথাপি পুরাণ নাহি যায় ॥

অধর্ম সঞ্চর করি অনুদিন বনে কিরি

ধিক ধিক আমার জীবনে ।

কাহারে মাগিব ধার কে মোরে করিবে পার

প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে ॥

যে দিনে যত্নেক পাই সেই দিনে তাহা থাই

সম্বল না থাকে দেড়ি যরে ।

তিন শর শরাসন বিনা আর নাহি ধন

বান্ধা দিতে ধারে বা উধারে ॥

সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে অচেতন ভূমে পড়ে

রহিয়া জনেক নিজ্রা জালে ।

অনেক বিলাপ করি উঠে প্রাণে ভর করি

মুখ মুছে ধড়ার অঞ্চলে ॥

হাতে করি ধনু শরে যায় বীর ধীরে ধীরে

স্ববর্ণগোধিকা পুন দেখে ।

ওর্জন গর্জন করে বান্ধে বীর গোধিকারে

ধনুকের ছলে বান্ধি রাখে ॥

যাত্রাকালে তোমা দেখি বনে সিরি হয়ে ছুখি

নকুল বদলে তোমা খাব ।

পাড়িল আমার হাতে এড়াবে কেমন মতে

জিয়ন্ত লইয়া পোড়াইব ॥

এমন বীরের কথা শুনিয়া ভুবনমাতা

মনে ভাবে কি বুদ্ধি করিব ।

মহিম অশুর জন্ত নাশিনু তাহার দন্ত

বীর হস্তে কেমনে এড়াব ॥

কংসনদী তীরে বীর করে স্নান দান ।

তৃষ্ণায় আকুল হয়ে করে জল পান ॥

পথে যায় মহাবীর খায় বনকল ।

মলিনবদনে চিন্তে ঘরের সম্বল ॥

কান্দে বীর কালকেতু মনের সন্তাপে ।

এত ছুঃখ পাই কোন দেবতার শাপে ॥

আশুচির যারে টেঁল আমার জনম ।
 পশুজাতি বধ হেতু আমার জীবন ॥
 উত্তম মধ্যম যত সজিলা বিধাতা ।
 সবাকার নাহি ছেন সন্ন্যাসের কথা ॥
 নানা উপভোগ সুখ করে এ সংসারে ।
 দুঃখ ভুঞ্জিবারে বিধি সজিলা আমারে ॥
 হেতাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে ।
 নরক ভুঞ্জিতে আমি আইনু ভারতে ॥
 বিনা অপরাধে আমি বধি পশুগণ ।
 অধর্ম সঞ্চয় হেতু আমার জীবন ॥
 দুঃখিনী কুল্লরা আছে আমার প্রত্যাশে ।
 কি বলিয়া দাঁড়াইব কুল্লরার পাশে ॥
 তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি ।
 স্বপুত্র ঘরের ধান্য ধারি ছই আড়ি ॥
 সুরুতী পুরুষ জীয়ে সুখভোগ হেতু ।
 দুঃখভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু ॥
 কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উদ্ধার ।
 হেন বহুজন নাহি সহে কেহ তার ॥
 বিবম বয়সচিহ্ন সহ্যকীরে লাগে ।
 এক চক্ষে নিদ্রা যায় স্নায় চক্ষে জাগে ॥

সুন্দরীবেশে চণ্ডীর কুল্লরা নিকট গমন ।

সখীগৃহে সুন্দরের করিয়া উদ্ভাস ।
 সত্বরে চলিলা রামা কুঁড়ার ছয়ার ॥
 বাম বাহু স্পন্দে তাঁর স্পন্দে বাম অঁখি
 কুঁড়ার ছয়ারে দেখে রাক্ষসসুখী ॥
 প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা ।
 কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্য ভাষা ॥
 হস্তসুখী কুল্লরার হৃদয়ে উল্লাস ।
 কুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস ॥
 ইলারূত দেশে ঘর জাতিতে ব্রাহ্মণী ।
 শিশুকাল হৈতে আমি আমি একাকিনী ॥
 বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা যোহাল ।
 সাতনতা গৃহে বাস বিষম অঞ্জাল ॥
 তুমিগো কুল্লরা যদি দেহ অনুমতি ।
 এইস্থানে কিছু দিন করিব বসতি ॥
 হেন বাক্য হৈল যদি অভয়ার ভুণ্ডে ।
 পর্তত ভাঙ্গিয়া পড়ে কুল্লরার মুণ্ডে ॥
 হৃদে বিষ মুখে অধু জিজ্ঞাসে কুল্লরা ।
 কুখা তুখা দূরে গেল রক্তাক্তের সুরা ॥

কুলরা সহিত চণ্ডীর কথোপকথন ।

এ রূপ যৌবন ছাড়িয়া ভবন

কেন আইলা পরবাস ।

কহগো সুন্দরী কেন একেশ্বরী

ভ্রমিতে নাহি তরাস ॥

ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখগন্ধে

কত শত ধায় অলি ।

তোর মুখশশী মন্দ মৃদু হাসি

সঘনে পড়ে বিজলি ॥

জিনি নীলগিরি তোমার কবরী

মণ্ডিত মল্লিকা মালে ।

বিধি কুতূহলী স্থস্থির বিজুলী

আবিলেক কেশজালে ॥

কপোলমণ্ডল চঞ্চল কুণ্ডল

বদন বিধু মণ্ডলে ।

তোর রূপসীমা কি দিব উপমা

নাহি তিন লোকে মিলে ॥

ললাটে সিংহুর তম করে দূর

যেন প্রভাতের তাম্বু ।

চন্দনের বিন্দু তাহে কিবা ইন্দু

শোভে অকলঙ্ক তনু ॥

হেমলতা তনু তোর ভুরু ধনু

অপাঙ্গ মদন গুণে ।

কাজল গরল বিষ কি প্রবল

ধরসি কিবা কারণে ॥

জিনি গজমতি তোর দন্তপাঁতি

হাসিতে বিজুলি খেলে ।

পাকা বিশ্বব জিনিয়া অধর

নাসায় মাগিক দোলে ॥

বরণ উজ্জলি কনক বউলি

শোভিছে তোর কুণ্ডলে ।

বিধুদন্ত শোভা সৌদামিনী কিবা

ছাড়ি আইল কেশজালে ॥

শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম

কত মরকত ভায় ।

বকের কাচলি করে ঝিলিমিলি

শোভিছে অঙ্গ ছটায় ॥

করে শঙ্খ দেখি হেন মনে লখি

উর্বশী আইলা আপনি ।

কিবা আইলা উমা রত্না তিলোত্তমা
কমলা কি ইন্দ্রাণী ॥

নাহি লখি তোমা করে বোলে রামা
কি হেতু ছাড়িলা পতি ॥

সত্য কহ মোরে কে আনিল তোরে
ঔষধে মোর বসতি ॥

কিবা পতিদোষ দেখি কৈলা রোষ
সত্য কহ মোরে বাণী ।

এ বিরহ জ্বরে যদি পতি মরে
কোন ঘাটে থাকে পানি ॥

শাশুড়ী ননন্দ কিবা বলে মন্দ
সকল কহ আমারে ।

তোর সঙ্গে যাব অনেক নিন্দিত
বুঝাব নানা প্রকারে ॥

কুল্লরার বাণী শুনিয়া আপনি
উত্তর দিলা পার্শ্বতী ।

রচিয়া সুহৃন্দ গাইল সুকন্দ
বদনে বার ভারতী ॥

কি আর জিজ্ঞাসা কর আইনু তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি হুঃখ ।

দিয়া আপনার ধন তুমির নীরের মন
 আজি হৈতে সম্পদের সুখ ॥
 কি কব ছুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সত্য
 স্বামী যারে ধরেন মস্তকে ।
 এরঞ্চ গরল খায় মোর পানে নাই চায়
 ভবন ছাড়িছু এই ছুঃখে ॥
 গঙ্গা বড়ই জঞ্জালি সদাই পাড়িয়ে গালি
 স্বামির সোহাগ দরপে ।
 নেথিয়া পতির দোষ হইল পরম রোষ
 লাজে জলাঞ্জলি দিছু তাপে ॥
 আমার কর্মের গতি উগ্র হৈল মোর পতি
 পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি ।
 তাহে সতীনের আলা কতবা সহিবে বাল্য
 পরিতাপে হয়ে গেলু কালি ॥
 প্রভুর সম্পদ বড় সাত সতীনেতে জড়
 অলক্ষণ জঞ্জাল কন্দল ।
 কি মোর কপালে কল খাইয়া ধুতুরা কল
 আচম্বিতে হইল পাগল ॥
 বিভূতি মাখেন গায় ঝিমিকে ঝিমিকে যায়
 ভাগ্যে আছে পরে বায়হাল ।

ভূজক বেষ্টিত অঙ্গ রাজার ডমরু শূন্য

গলায় শোভিছে হাড়মাল ॥

কি হবে বিষয় সুখ তাহে পতি পরাঙ্মুখ

তারে বলে সবে কায় অরি ।

বিধি মোরে হৈল বাম না গনিছুর পরিণাম

বনবাসি হইলু কি করি ॥

এনে বিধি হৈল সখা বীর সঙ্কে পথে দেখা

সত্য করি আনে নিজঘরে ।

শুনগো ব্যাধের বি তোমাতে বুঝাব কি

এবে আমি যাব কোথাকারে ॥

চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার হিতোপদেশ ।

আমি তোরে বলি ভাল স্বামির বসতি চল

পরিণামে পাবে বড় সুখ ।

শুনগো বিষমুদ্রমতি যদি ছাড় নিজ পতি

কেমনে দেখাবে লোকে মুখ ॥

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি

স্বামী বনিতার সে বিধাতা ।

স্বামী বনিতার ধন স্বামী বিনা অন্য জন

কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা ॥

দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা সমান জাতি
 কোপ কর নীচের সমান।
 ছাড়িয়া পতির পাশ আইলা পরের বাস
 আপনার কি সাধিতে আন ॥
 অবোধ অবলা জাতি যদি থাকে এক রাতি
 পরের ভবনে কদাচিত।
 লোকে ব্যতিচারী বলে জাতি বন্ধু ছল ধরে
 অবিচারে কৈলা অনুচিত ॥
 সতীনে কন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে
 কেন ঘর ছাড় হয়ে মানি।
 কোপে কৈলে বিষপান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
 সতীনের কিবা হবে হানি ॥
 কুল্লরার কথা শুনি ভগবতী মনে গুণি
 উত্তর দিলেন মহামায়া।
 ব্রাহ্মণভূমির পতি রঘুনাথ নরপতি
 জয় চণ্ডী তাঁরে কর দয়া ॥

চণ্ডীর উক্তি।

শুন গো আমার বাক্য কুল্লরা সুন্দরী।
 আইলু বীরের চক্ষু দেখিতে না পারি ॥

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে ।
 আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে ॥
 হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে ।
 যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে ॥
 যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব ।
 দিয়া আপনার ধন ছুঃখ নিবাবিব ॥
 কুলের বহুড়ি আমি কুলের নন্দিনী ।
 আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি ॥
 মোর উপদেশেতে তোমার কিবা কাজ ।
 আপনি সে রক্ষা করে আপনার লাজ ॥
 উচিত বচন যদি বলিল ভবানী ।
 না বুঝিয়া ছুঃখ করে ব্যাধনিতস্থিনী ॥

কুল্লরার বারদাসিয়া ।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে ছুঃখবানী ।
 ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘর তালপাতের ছায়নি ॥
 তেরেণ্ডার খুঁটি তার আছে মধ্যে ঘরে ।
 প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥
 বৈশাখে বসন্ত ঝড় ঝরতর খরা ।
 তরতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥

পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণে ।
 শিরে দিতে নাই আঁটে খুঁয়ার বসনে ॥
 বৈশাখ হৈল বিষ বৈশাখ হৈল বিষ ।
 মাংস নাই খায় লোকে করে নিরামিষ ॥
 সুপাপিষ্ঠ তৈজ্যষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন ।
 রবি করে করে সর্বশরীর দাহন ॥
 পসরা এড়িয়ে জল খাইতে না পারি ।
 দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি ॥
 পাপিষ্ঠ তৈজ্যষ্ঠমাস পাপিষ্ঠ তৈজ্যষ্ঠমাস ।
 বইচির কল খেয়ে করি উপবাস ॥
 আঘাড়ে পুরিল মহী নব মেঘ জল ।
 বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ।
 মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে ॥
 কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পূরে ।
 অভাগ্য মনে গনি অভাগ্য মনে গনি ।
 কত শত খায় জোক নাই খায় কনি ॥
 প্রাণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী ।
 সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥
 মাংসের পসরা লয়ে কিরি ঘরে ঘরে ।
 আচ্ছাদন নাই গায়ে স্নান কৃষ্টি নীরে ॥

ছুঃখে কর অবধান ছুঃখে কর অবধান ।
 লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়িয়ায় আসে বান ॥
 ভাদ্রপদ মাসে বড় ছুরন্ত বাদল ।
 নদ নদী একাকার আট দিকে জল ॥
 কত নিবেদিব ছুঃখ কত নিবেদিব ছুঃখ ।
 দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ ॥
 আশ্বিনে অশ্বিকা পূজা করে জগজনে ।
 ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে ॥
 উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা ।
 অভাগী কুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥
 কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে ।
 দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥
 কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম ।
 করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
 নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড় ।
 অভাগী-কুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥
 ছুঃখে কর অবধান ছুঃখে কর অবধান ।
 জানু ভানু কৃষ্ণানু শীতের পরিজ্ঞান ॥
 মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান ।
 হাতে মাঠে গৃহে ঘোটে সবাকার ধান ॥

উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি ।
 যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥
 অভাগ্য মনে গনি অভাগ্য মনে গনি ।
 পুরাণ দোপাটী গায় দিতে টানাটানি ॥
 পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্বজন ।
 তুল্য তনুপাৎ তৈল তাম্বুল তপন ॥
 করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ।
 অভাগী কুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন ॥
 হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলী ।
 উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলী ॥
 বৃথা বনিতা জনম বৃথা বনিতা জনম ।
 ধূলি ভরে নাহি মেলি শয়নে নয়ন ॥
 নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুব্ধাটী ।
 আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আশ্রুটি ॥
 কুল্লরার আছে কত কষ্টের বিপাক ।
 মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥
 নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস ॥
 সর্ব জনে নিরাশ্রিত কিম্বা উপবাস ॥
 সহজে শীতল ঋতু এ কাঙ্ক্ষন মাসে ।
 পীড়িত উপশ্রিগণ বসন্ত বাতাসে ॥

শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী ।
 কোন সূথে আমোদিনী হইবে ব্যাধিনী ॥
 কাল্কুনে দ্বিগুণ শীত ধর তর খরা ।
 খুদ সেরে বাস্কা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥
 কত বা ভুগিব আমি নিজ কৰ্ম কল ।
 মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল ॥
 ছুঃথে কর অবধান ছুঃথে কর অবধান ।
 আমানি খাবার গৰ্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥
 মধুমাসে মারুত মলয় মন্দ মন্দ ।
 মালতীর মধুকর পীয়ে মকরন্দ ॥
 কুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্শ্বতী ।
 আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি ॥

কুল্লরার রোদিন ও কালকেতু নিকট গমন ।
 বিবাদ ভাবিয়া কান্দে কুল্লরা রূপসী ।
 নরনের জলেতে মলিন মুখশশী ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন ।
 শীঘ্রগতি গোলাহাটে দিল দরশন ॥
 গদ গদ বচন চক্ষুতে বহে নীর ।
 সবিনয় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর ॥

শাশুড়ী মনদী নাহি নাহি তোর সত্য
 কার সনে স্বন্দ করি চকু কৈলে বড়া ॥
 সত্য সত্যই নাহি প্রভু তুমি মোর সত্য ॥
 কুল্লরায়ে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা ॥
 কি দোষ দেখিল মোরে জাগ্রত স্বপনে ।
 দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে ॥
 কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিল মন ।
 আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ ॥
 আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে রাম ।
 তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈল রাম ॥
 পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে ।
 কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥
 শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্ব্বার ।
 তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার ॥
 স্বেচ্ছা করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা ।
 মিথ্যা হৈলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥
 সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী ।
 তিন দিবসের চক্রে ঘরে বসে দেখি ॥
 পসরা চুপড়ি পাট লইল কুল্লরা ।
 চলিলেন গোলাহাটে ত্যজিয়া পসরা ॥

আগে আগে চলিল কুল্লরা নারী জন ।
 পশ্চাতে চলিল কালু ব্যাধের অনন্দন ॥
 নিজ নিকেতনে গিয়া দিল দরশন ।
 দেখিতে পাইল দোঁহে অভয়া চরণ ॥
 ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘর খানি করে বল মল ।
 কোটি চন্দ্র প্রকাশিত গগন মণ্ডল ॥
 প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন ।
 অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীকে কালকেতুর পরিচয় জিজ্ঞাসা ও উপদেশ ।
 আমি ব্যাধ নীচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
 পরিচয় মাগে কালকেতু ।
 কিবা দ্বিজ দেব কন্যা ত্রিভুবনে একধন্যা
 ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু ॥
 ব্যাধ সে হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
 শ্মশান সমান এই স্থান ।
 কহি আমি সত্য বাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
 প্রবেশে উচিত হয় নান ॥
 ত্যজিয়া ব্যাধের বাস চল বকুজন পাশ
 থাকিতে থাকিতে দিননাথে ।

যদি হয় পাপ নিশা : লোকে গাবে ছুই ভাষা

রজনী বঞ্চিলা কার সাথে ॥

পুরাণ বসন ভাতি অবলা জন্মের জাতি

রক্ষা পায় অনেক মতনে ।

থা তথা উপনীত ছুঁহাকারে অনুচিত

হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥

দখিগো উত্তম জাতি দেবের সমান ভাতি

তুরাপদে কি বলিতে জানি ।

শুনিয়া বীরের কথা লাঞ্জে চণ্ডী হেটমাথা

মুকুন্দ রাচল শুদ্ধ বাণী ॥

মৌনব্রত করি যদি তহিলা ভবানী ।

ঈষদ কুপিত বীর বলে ঘোড়পানি ॥

বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার ।

যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার ॥

ছাড় এই স্থান রামা ছাড় এই স্থান ।

আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥

একাকিনী যুবতী ছাড়িলা নিজঘর ।

উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর ॥

বড়র বছরী তুমি বড় লোকের ঝি ।

বুঝিয়া ব্যাখের তার তোর ভাল কি ॥

শতেক রাজার ধন অভরণ অঙ্গে ।
 মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥
 হিত উপদেশ বলি শুন ব্যবহার ।
 শিয়রে কলিঙ্গ রাজ্য বড় ছুরাচার ॥
 মোর বোলে চল ঘর পাবে বড় সুখ ।
 রাজার গোচর হৈলে পাবে বড় দুখ ॥
 এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিল উত্তর ।
 ভান্স সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর ॥
 শরাসনে আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ ।
 হাতে শরে রহে বীর চিত্তের নির্মাণ ॥
 ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর ।
 পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥
 শর ধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে ।
 বলেন করুণাময়ী বৃদ্ধ মন্দ স্বরে ॥
 আমি চণ্ডী আইলাম ভোরে দিতে বর ।
 লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃ শর ॥
 মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন ।
 ভাঙ্গাইয়া কাট গিয়া গুজরাট বন ॥
 প্রহাগনে রত্নাঙ্কুর দিয়া গন্ধ ধান ।
 পালিবা সকল রাজ্য পুত্রের সমান ॥

শনি কুজ বায়েতে করিহ মোর জাত ।
 গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ ॥
 এতেক শুনিয়া বীর চণ্ডীর বচন ।
 রূতাগুলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥
 হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি ।
 কি কারণে মোর ঘরে আসিবে পার্শ্বতী ॥
 আদ্যা শক্তি মোর মনে না হয় প্রত্যয় ।
 শবস্ত্র বিদ্যা জ্ঞান হেন মনে লয় ॥

চণ্ডীর বাহুমর্দিনী রূপ ধারণ ।

মহিমমর্দিনী রূপ ধরিল চণ্ডিকা ।
 অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট মায়িকা ॥
 সিংহপৃষ্ঠে আরোপিল দক্ষিণ চরণ ।
 মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ ॥
 বাম করে ধরিলেন মহিষের চুল ।
 ডানি করে বুকে তার আরোপিল শূল ॥
 বাম দিকে লম্বমান শোভে জটা ভূট ।
 গগণ মণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥
 অঙ্গদ বলর যুতা হৈলা দশভুজা ।
 সেই কপে অবনী মণ্ডলে নিলা পূজা ॥

পাশ ঘন্টা অঙ্কুশ খেটক শরাসন ।
 বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ গ্রহরণ ॥
 অসি চক্র শূল শক্তি স্মশোভিত শর ।
 পাঁচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাঁচ কর ॥
 বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর ।
 রুষে আরোহণ শিব মস্তক উপর ॥
 দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী ।
 সম্মুখেতে দেবগণ করে নানা কৃতি ॥
 তপ্ত কলধৌত জিনি হৈল অঙ্গশোভা ।
 ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা ॥
 শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক ভূষণ ।
 সম্পূর্ণ শারদ চন্দ্র জিনিয়া বদন ॥
 দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন ।
 মুচ্ছিত পড়িল ভূমে মুদিতনয়ন ॥
 কুল্লরা পড়িল ভূমে হইয়া মুচ্ছিত ।
 শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥
 মুচ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী ।
 মুচ্ছিত ত্যজি উঠ পুত্র ত্যজিয়া ধরনি ॥
 উঠ উঠ কুল্লরা বলেন মহামায়া ।
 বিনাশ করিব ছুঃখ তোরে করি দয়া ॥

চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কোণ্ডর ।
 অভয়াসম্মুখে রহে ষোড় করি কর ॥
 ক্লৃতাঞ্জলি করিয়া কহেন মহাবীর ।
 দেখিতে দেখিতে হৈল পুৰুষের শরীর ॥
 প্রদক্ষিণ করি কালু কৈল নমস্কার ।
 কুল্লরা সুন্দরী দিল জয় জয় কার ॥
 বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী ।
 লইতে নিষেধ করে কুল্লরা সুন্দরী ॥
 এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম ।
 সারিতে না পারে প্রভু ধনের দুর্নাম ॥
 কুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্শ্বতী ।
 আর কিছু ধন দিতে করিলেন মতি ॥
 পার্শ্বত বলেন বাছা লহ শিকা ভার ।
 লহ কুড়ি কোদালি খনতা খরধার ॥
 কোদালি খনতা মাতা না পাব নিয়ড়ে ।
 তুমি আজ্ঞা দিলে ধন কুড়ির চেয়াড়ে ॥
 আগে আগে হৈল মহামারার গমন ।
 পশ্চাতে চলিল বীর হাতে শরাসন ॥
 দাড়িম্ব তরুর তলে দিল দরশন ।
 দেখাইয়া দিলা চণ্ডী সেইখানে ধন ॥

চণ্ডিকা স্মরিয়া বীর লইল চেয়াড় ।
 চেলাকাটি কৈলে যেন পুকুরের পাড় ॥
 তুলিয়া বাঙ্কিল বীর সপ্তঘড়া ধন ।
 চণ্ডীর সম্মুখে রাখে ব্যাধের নন্দন ॥
 একেবারে লয় ভারে ছুই ঘড়া ধন ।
 কুল্লরা ভারের পাছে করিল গমন ॥
 ধন রক্ষা হেতু মাতা রাখে তরুতলে ।
 কুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে ॥
 আরবারে আনে বীর ছুই ঘড়া ধন ।
 দেখি আনন্দিত হৈল কুল্লরার মন ॥
 আরবার মহাবীর শীঘ্রগতি যায় ।
 ছুই দিকে ছুই গোটা কলসী বসায় ॥
 একঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর ।
 নিতে নারে দেড়ী ভার হইল অস্থির ॥
 মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন ।
 চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ॥
 যদি গো অভয়া ধন না দিবে অপর ।
 এক ঘড়া ধন না আপনি কাঁখে কর ॥
 অস্থির দেখিয়া বীরে ভাবেন অভয়া ।
 ধন ঘড়া কাঁখে কৈলা বীরে করি দয়া ॥

আগে আগে মহাবীর করিল গমন ।
 পশ্চাতে চলিল চণ্ডী লয়ে তার ধন ॥
 মনে মনে মহাবীর করেন যুক্তি ।
 ধন ঘড়া লয়ে পাছে পল্লায় পার্শ্বতী ॥
 কালুর মন্দিরে মাতা দিল দরশন ।
 চেয়াড়ে খুদিয়া পোতে সপ্তঘড়া ধন ॥
 চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন ।
 নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন ॥
 পূজিও মঙ্গল বারে করাইও জাত ।
 গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ ॥
 এমন শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন ।
 রুতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥
 আমি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড় ।
 কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড় ॥
 পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ ।
 নীচ কি উত্তম হয় পেলে বহুধন ॥
 চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন ।
 তোমার কুটীরে তৈল মোর দরশন ॥
 পবিত্র হইল পুত্র মম দরশনে ।
 এস বাছা কালকেতু মন্ত্র দিব কানে ॥

তর পুরোহিত পাবে মম দরশন ।
 লইবে তোমার দান উত্তম ত্রাস্ত্রণ ॥
 মহাবীরে মন্ত্র দিয়া দেবী মহেশ্বরী ।
 কৈলাসে চলিল। মাতা যথা ত্রিপুরারি ॥

কলিঙ্গদেশে বড় বৃষ্টি ।

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর ।
 উত্তর পবনে মেঘ ডাকে ছুর ছুর ॥
 নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল ।
 চারি মেঘে বরিষে মুষল ধারে জল ॥
 কলিঙ্গে রহিয়া মেঘ ডাকে ঘোর নাদ ।
 প্রলয় দেখিয়া প্রজা ভাবয়ে বিবাদ ॥
 ছড় ছড় ছড় ছড় করে বড় বড় ।
 বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দেয় রড় ॥
 আচ্ছাদিত ধূলায় হইল চারি ভিত ।
 উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত ॥
 চারি মেঘে জল বর্ষে অষ্ট গজরাজ ।
 সঘনে চিকুর পাড়ে ঘন ঘন বাজ ॥
 করিকরসমান বরিষে জলধারা ।
 জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা ॥

ঘন বজ্রাঘাত পড়ে মেঘ বরিষণ ।
 কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
 পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী ।
 অরয়ে সকল লোক জনক জননী ॥
 ছড় ছড় ছড় ছড় শুনে বন বন ।
 না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥
 গর্ভ ছাড়ি ভুজঙ্গম ভেসে যায় জলে ।
 নাহিক নির্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে ॥
 সাত দিন জলধর বৃষ্টি নিরন্তর ।
 আছুক অনের কার্য্য হাজিলেক ঘর ॥
 মেজায় পড়িল শিলা বিদারিয়া চাল ।
 ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥
 তত্তীর আদেশ পায় বীর হনুমান ।
 মুষ্ঠ্যাঘাতে ঘর গুলা করে খান খান ॥
 চারি দিগে ধায় ঢেউ পর্ব্বতবিশাল ।
 উঠে পড়ে ঘর গুলা করে দোলমাল ॥
 দ্বিখিত কলিঙ্গ রায় হাতি ঘোড়া ভেসে যায়
 * অট্টালিকা উঠে রামাগণ ।
 মহলে প্রবেশে জন রহিতে নাহিক স্থল
 খাট পাট ভাসে নানা ধন ॥

দেখিয়া জলের রীতি চিন্তা করে নরপতি

সন্ধান করিয়া আনে নায় ।

পরিবার সহ রাজা করিয়া নৌকার পূজা

আরোহণ কৈল দণ্ডরায় ॥

দ্বিজ বলে শুন রায় আমার বচন ।

দেখিয়া তোমার দোষ কোন দেব কৈল রোধ

মজিল তোমার প্রজাধন ॥

শুনিয়া দ্বিজের বাণী কলিঙ্গের নৃপমণি

কলধৌত দ্বিজে করে দান ।

সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজে ধূপ দীপে শিব পূজে

কেবল উদক করি পান ॥

নদ নদী পেয়ে মান সবে গেল নিজ স্থান

রাজার সুস্থির হৈল মন ।

দিনে দিনে টুটে নীল দ্বিজে নৃপতি স্থির

দ্বিজ গণে দিল নানা ধন ॥

কালকেতুর পূজাঙ্গন ।

শুভরাটে কালকেতু খ্যাত হৈল রাজা ।

আর যত ভূম্যা রাজা করে তার পূজা ॥

কোন রাজা নারে তারে করিতে সমক
 পরাজিত হয়ে সতে দেয় রাজকর ॥
 বিহান বিকালে বীর শুনে পুরান।
 শুনে কৃষ্ণের গুণ হয়ে সারধান ॥
 গুজরাটে রাজভোগে রহে কুতূহলে।
 পুত্ৰকেতু নামে পুত্র হৈল কত কালে ॥
 গুজরাটে প্রজা বীর পালে কত কাল।
 শরীর হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল ॥
 রুতাঞ্জলি পুরন্দরে করে নিবেদন।
 পাবক সহিও যত শুনে দেবগণ ॥

ইন্দ্রের শিব স্তব ।

চরণে ধরিয়া হরে ইন্দ্র নিবেদন করে
 নীলাম্বরে হও কৃপাময় ।
 অভিশাপে কাল গেল মুক্তির সময় হৈল
 তবু পুত্র না আইল নিলয় ॥
 শুন দেবশিরোমণি অবিরত মনে গনি
 কবে মোর আসিবে কুমার ।
 আনহ আপন কাছে সেবকের শোক ঘোচে
 মিথ্যা নহে রচন তোমার ॥

শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী মনে গনি শূলপাণি
 পার্বতী'রে বলেন বচন।
 চল প্রিয়া গুজরাটে নীলাশ্বরে আন ঝাটে
 বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীর গুজরাটে গমন।

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
 পদ্মাসঞ্জে গুজরাটে জান।
 গিয়া অবশেষ নিশী বীরের শিরে বসি
 তাহাকে দিলেন দিব্য জ্ঞান ॥
 স্বপ্নেতে কহেন মহামায়া।
 শুন পুত্র নীলাশ্বর অবিলম্বে চল ঘর
 সঙ্গে লয়ে ছায়াবতী জায়া ॥
 আছিলে অমর লোক মাতা তোর করে শো
 মৃতসুতা যেমন কুররী।
 তোমার করিয়া মোহ নয়নে পড়য়ে লোহ
 ছুংখে পোহাইল বিভাবরী ॥

পুজ্ঞে রাজ্যসমর্পিয়া কালকেতুর স্বর্গারোহণ ।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী ।

প্রভাতে শুনে বীর কোকিলের ধনি ॥

নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন ।

স্নান করি বীর পরে উত্তম বসন ॥

পুষ্পকেতু রাজা হবে পড়িল ঘোষণা ।

ঘরে ঘরে নাট গীত ব্যাল্লিশ বাজনা ॥

দূত দিয়া আনাইল যত ভূষা রাজা ।

একে একে বীর কৈল সকলের পূজা ॥

নিজ হস্তে ভাণে টিকা দিল নরপতি ।

যত ভূষা রাজা মেলি ধরাইল ছাতী ॥

হেদ কালে মহাবীর কহে সবিনয় ।

সভাকারে সমর্পণ আমার তনয় ॥

বুলান মণ্ডল আদি যত প্রজাগণ ।

পুষ্পমালা হাতে করি কৈল সমর্পণ ॥

রাজগণ মেলি তথা যোড় কৈল হাত ।

চণ্ডীর চরণে বীর করে প্রণিপাত ॥

স্বর্গে যাব বলিয়া যে পড়িল ঘোষণা ।

ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল জন্দনা ॥

মাতলি আনিল পরে পুষ্পক বিমান ।
 স্তব্ধরচিত রথ বিচিত্রনির্মাণ ॥
 কর যুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্পধান ।
 রথে চড়ে নীলাশ্বর দ্বিজে দিয়া দান ॥
 বৈসে তার বাম ভাগে কুল্লরা সুন্দরী ।
 মোহন যুবতী রাখা কপে বিদ্যাধরী ॥
 পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা আগে যান রথে ।
 সিকগণে নমস্কার কৈল বীর পথে ॥
 পুষ্পক বিমানে চাপি হৈলা বীর দেবকপী
 লুকাইলা অনুধ্য গুরতি ।
 ভূমে রাখি কীর্তিশেষ নীলাশ্বর চলে দেশ-
 সঙ্গে লয়ে জায়া ছায়াবতী ॥
 বায়ুবেগে রথ ধার ,সবে উর্দ্ধমুখে চায়
 পুষ্পকেতু উত্তরায় কান্দে ।
 গুজরাটে যত নারী কান্দে বুকে হাত মারি
 কেল পাশ কেহ নাহি বাধে ॥
 যার বীর স্মৃতি রথে মাতলি সারথি সাথে
 জিজ্ঞাসেন দ্বারের ভারতা ।
 ত্রিশগণের মাথ কেমন আটকান জাত
 কহ সুরসুরের ভারতা ॥

অনা বত দেবগণ কহ তার বিবরণ
কহ আর পুরের কল্যাণ ।
ক বা দেবতার রাজা কেবা করে শিবপূজা
কোন দেব কুম্ভস্থ যোগান ॥

মাতলি কহেন কথা কল্যাণে আছেন মাতা
কুশলে আছেন পুরন্দর ।
পুনঃ পুনঃ তোমা চান্স তোমা না দেখিয়া আন
এবে পুষ্প যোগান-মালাধর ॥
ধরের কথায় মকি কথ যায় ক্ষয়গতি
উত্তরিল মক্ষাফিনীকূলে ।
চণ্ডীর আদেশ পেয়ে সঙ্গে ছারাবতী লয়ে
স্নানআদি কৈলা গঙ্গাজলে ॥
স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব কলেবর
নাটুরা ফিরায় যেন বেশ ।
দম্পতী বিমানে চড়ি বিমান গগন উড়ি
অনুবর্জি লইল সুরেশ ॥
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডায় গগাধিপ নিশাচর
কুবের বরুণ সমীরণ ॥
কুশহস্তে করে দান উঠেছে যেরে দেবগণ
প্রসাদ করিল দেবগণ ॥

অশেষ দুর্গতি খণ্ডী নীলায়রে লয়ে চণ্ডী
 চলিল। হরের সন্নিধান।
 কৃপা দৃষ্টে হর চান নীলায়রে দিল পান
 পুনর্বার কুসুম যোগান ॥

খগাস্তক ও মৃগাস্তক ব্যাধের বন প্রবেশ।
 খগাস্তক মৃগাস্তক দুই ভাই কালাস্তক
 উজ্জয়িনী নগর নিবাসি।
 প্রভাতে কাননে চলে জাল ফাঁদ সাতনলে
 বিহঙ্গম ধরে রাশি রাশি ॥
 করে ধরে কর্ণিশর ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর
 প্রাণি বধে বিবিধ প্রবন্ধে।
 উর্কমুখে চায় শাখী বধে নানাজাতি পাখী
 সাতনলা জাল আঠা কান্দে ॥
 ভর্জিত তণ্ডুল মনে কাননে কলাই বনে
 রহে ব্যাধ ঝোপের আহড়ে।
 লুন্ধ ভক্তের আশে ঝাঁকে ঝাঁকে জালে :
 নানা বিহঙ্গম বন্ধি পড়ে ॥
 কপোত চাতক কিঙ্ক। টেসকনা মাহুরাঙ্গ।
 নারক মারস গাঙ্গচিল।

বায়স বর্জিকা হংস মুনিভাস করে হংস

রাঙ্গচূড়া বাবুই কোকিল ।

কুরর কুকুট কঙ্ক কামি কোক কলবিঙ্ক

কলবর কুলিঙ্গ ককট ।

কালকণ্ঠ কুরলাক্ষী তারক কাদম্ব পক্ষী

উজ্জট খঞ্জন করকট ।

উর্ধ্বমুখে কপিঞ্জলে বিহ্বল ব্যাধ সাতনলে

বক আর বিহ্বলৈ চকোরে ।

গুড় গুড় তালি ঘটা টুনটুনি তাল চটা

নানাবিধ কান্দে বন্ধি করে ।

হরপুচ্ছলোম কান্দে শত শত পক্ষী বাহ্নে

দলপিপী শরাল বাহ্নে ।

কাটু করিয়া পেঁচা টিরা চটা কাদাখোঁচা

পানিকৌড়ি বধে তাত্রচূড় ।

দৈব নির্বন্ধন কলে সারী শুয়া পড়ে জালে

ধরনী লোটায়ে শুয়া কান্দে ।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ

মনোহর পাঁচালি অবহ্নে ।

সারী শুকের কথোপকথন

শুনরে অবোধ বাধ কি তোর জীবনে সা
কেন কর প্রাণিবধ পাপ।

অধর্ম করিয়া নিত্য পোষ বন্ধু দারাপত্য
পরলোকে পাবে পরিতাপ ॥

কুধা তৃষ্ণা সুখ দুখ যেমন আপন দেখ
পরে দেখ সেই অনুমানে।

সবাকার অন্তর্যামী যুড়িয়া অনন্তস্বামী
পারিতোষ দেন সবার মনে ॥

বধিলা অনেক দ্বিজ সঞ্চয় করিলা বীজ
কত কড়ি পাও পক্ষি মাংসে।

এতেক পক্ষির শাপে অতি গুরুতর পাপে
অচিরাতে মরিবা সবংশে ॥

যত দেখ ভাই বন্ধু সবে পিরীতের সিদ্ধ
মৈলে করে দিম ছুই শোক।

সকল কুটুম্ব মিলে পড়িবা যমের জালে
যতনে রাখি পরলোক ॥

প্রাণিবধে দিয়া মন সঞ্চয় করিবা ধন
তুমি মৈলে নিবে অন্য জন।

যবে যাবে যমপথে পাপ পুণ্য যাবে সাথে

যত দেখে সব অকারণ ॥

পক্ষিমুখে নরবানী ব্যাধ সবিস্ময় মানি

শুকের বচনে দিল মন।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শুকের বচনে ব্যাধ হয়ে ভক্তিমান।

বন্ধন কাটিয়া তার দিল জীবদান ॥

কাটিয়া চেঁচাড়ে ব্যাধ শুকের বন্ধন।

করে বসাইয়া করে অঙ্কের মার্জ্জন ॥

নির্মল কাঞ্চন স্থিতি চরণের আভা।

রত্নের প্রবর জিনি পালকের শোভা ॥

ব্যাধ বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি।

আজি কিবা বিধি মোরে করিলেন সুখী ॥

আজি হৈতে শুক তুমি হৈলা মম গুরু।

বন্দ্য অবতার শুক তুমি কল্পতরু ॥

বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ।

তোমা হৈতে যুচিল যতেক পাপ নিজ ॥

আর না করিব প্রভু প্রাণিবধ পাপ।

পাপ চিত্ত যুচাইলে জন্মদাতা বাপ ॥

পক্ষী বলে নিয়া চল নৃপতির পাশে ।
 সম্পদ বাডাব তোর বচন প্রকাশে ॥
 সারী শুক লয়ে ব্যাধ চলে রাজপথে ।
 পক্ষী দেখি নগরিয়া ধায় ব্যাধ সাথে ॥
 কেহ বলে পক্ষিমূল্য দিব চারি পণ ।
 কেহ বলে একখানি লহরে বসন ॥
 নগরিয়া কথা ব্যাধ কানে নাহি শুনে ।
 দণ্ডমাত্রে উত্তরিল নৃপতি সদনে ॥
 দ্বারি সম্ভাষিয়া গেল রাজ বিদ্যমান ।
 সারী শুক ভেটদিয়া হৈল নতিমান ॥

রাজার সহিত সারী শুকের কথোপকথন ।
 সারী শুক করে প্রণিপাত ।
 তোমার চরণ দেখি সকল হইল আঁখি
 বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ ॥
 শ্রীবৎস রাজার ঘরে কলধোতের পিঞ্জরে
 আছিলাম সন্ধ্যায় পণ্ডিত ।
 প্রতিদিন নরনাথ অঙ্গে আরোপিত হাত
 করিত চন্দনে বিভূষিত ॥

ত্রিভুবনে সুচুলভা দেখিয়া তোমার সভা

জিনি নবরত্নের বিচার ।

যুক্তি করি জায়া সনে আইনু তোমার স্থানে

দেখিতে তোমার ব্যবহার ॥

পিয়া নানা ফল রস আইনু তোমার দেশ

নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে ।

ভ্রমিতে তোমার দেশ বহু পাইলাম ক্লেশ

বান্ধা গেলু চন্দ্রময় ফান্দে ॥

পরাণ রক্ষার জ্বাশে কহিনু মধুর ভাষে

এই ব্যাধ গুণের সাগরে ।

আর না করিহ বধ বাড়াইব সুসম্পদ

লয়ে চল নৃপতি গোচরে ॥

পাকী মুখে নরবানী নৃপতি বিস্ময় গনি

দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন ।

বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ

চক্রবর্তী শ্রীকবিকল্পণ ॥

প্রহেলিকা কহে শুক রাজার সমাজে ।

নৃপতির আদেশে পণ্ডিত গণ বুঝে ॥

বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক ছয়ার ।

ষোগেন্দ্র পুরুষ ভায় আছে নিরাহার ॥

যখন পুরুষবর হয় বলবান ।

বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান ॥ ১ ॥

পক্ষির ডি

মস্তকে করিয়া আনে হয়ে বজ্রবান্ ।

বিনা অপরাধে তার করে অপমান ॥

অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায় ।

অবস্থা করিয়া দেয় সম্মল উপায় ॥ ২ ॥

কুন্তকারের মৃতিব

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয় ।

গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পাত্র হয় ॥

পণ্ডিত বুঝিতে পারে ছু চারি দিবসে ।

মূর্খের্তে বুঝিতে নায়ে বৎসর চল্লিশে ॥ ৩ ॥ প

বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা ।

নাচয়ে সারথি তথি পসারিয়া গা ॥

হেয়ালি প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহ মতি ।

অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি ॥ ৪ ॥ কুলানা

তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে কুল ।

ডাল পল্লব তার স্মৃতি সে বিপুল ॥

পবনে করিয়া তরু করয়ে ভ্রমণ ।

বনেতে থাকিয়া করে বনের বৎসন ॥ ৫ ॥ পা

তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খেলে মরে
 স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে ॥
 উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান ।
 সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে তাজিয়ে পরান ॥ ৬ ॥ প্রদীপ
 দেখিতে পুরুষ ছুই মুখ এককায় ।
 এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায় ॥
 মরিলে জীবন পায় হতাশ পরশে ।
 বুঝ বুঝ পণ্ডিত সে কোন দেশে বসে ॥ ৭ ॥ গাড়া
 জীয়েন্তেতে মৌনী সে মরিলে ভাল ডাকে ।
 অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে ॥
 অবস্থা আনয়ে নবমঙ্গল বিধানে ।
 হিয়ালি প্রবন্ধে কবিকল্পণেতে ভণে ॥ ৮ ॥ শব্দ
 রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই ।
 জীবকালে স্থানে স্থানে মৃত্যু এক ঠাই ॥
 হিয়ালি প্রবন্ধে কবিকল্পণেতে ভণে ।
 পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খ কিবা জানে ॥ ৯ ॥
 পাশার গুটি

এক ঘরে জন্ম তার ছুই সহোদর ।
 এক নাম ধরয়ে সে ছুই কলৈবর ॥

প্রবল জীবন সে না ধরয়ে জীবন ।
 হিয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকল্পন ॥ ১০ ॥ শূন্য
 অঁখিতে জনম তার নহে অঁখিমল ।
 মারি কাটা বান্ধি ধরি নহে ছুঁই খল ॥
 মারিলে মধুর বলে নহে সাধুজন ।
 হিয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকল্পন ॥ ১১ ॥ ই
 জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ ।
 দুইজনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ ॥
 মরণ সময়ে নর ছাড়ে ছলছল ।
 শ্রীকবিকল্পন গান হিয়ালির সার ॥ ১২ ॥ উকু
 শুন শুন দণ্ডায় নিবেদি তোমার পায়
 দৈবদোষে বুদ্ধি গেল নাশ ।
 স্ববুদ্ধি পুরুষ কারে দৈবে না লজ্জিতে পারে
 শুনহ পূর্বের ইতিহাস ॥
 লোহিত চর্মের কান্দে পাকা খজুরের গন্ধে
 দেখি লোভে হইল তরল ।
 বিকল হইল আশা আছিল বন্ধনদশা
 দৈব দোষে না হৈল বিকল ॥
 ধর্মপুত্র নৃপমণি যথা ভীম গদাপানি
 গাওঁব ধরেন ধনঞ্জয় ।

কি কব পুণ্যের লেখা বাসুদেব যার সখা
 তার কেন হৈল শত্রুভয় ॥
 সকল বিদ্যার ধাম ভানুবংশে রাজা রাম
 কোদণ্ড ধরেন রঘুর্মণি ।
 রাম সহ গেল বন সীতা নিল দশানন
 রামায়ণে এই কথা শুনি ॥
 চন্দ্রবংশে রাজা নল দৈব তারে কৈল বল
 পাশকে হারিল নিজদেশ ।
 গাতৃদেশ পরিহরি সঙ্কে দময়ন্তী নারী
 কাননেতে করিল প্রবেশ ॥
 চিন্তাছুঃখে ক্ষীণদেহ দেখে না সম্ভাষে কেহ
 উপবাস প্রথম বাসরে ।
 পদায় আকুল রায় পদব্রজে চলে যায়
 জায়া সহ কানন ভিতরে ॥
 বাদ ছিল শনি সাথে আসি দেখা দিল পথে
 হৈয়া মীন চারি শকুলে ।
 চিন্তা ছুঃখে অতি ক্ষীণ পেয়ে চারি শোল মীন
 দিল মহাদেবীর অঞ্চলে ।
 কহিল পোড়াও মাছে সুবন্ধে রাখহ কাছে
 স্নান করি আসি নদীজলে ॥

পোড়াইয়া চন্দ্রমুখী ভস্মেতে মলিন দেখি

পাখালিতে নিল সরোবরে ।

শুনহ দৈবের মায়া মৎস্য গেল পলাইয়া

রাণী অধোমুখী লজ্জাভরে ॥

মৎস্য খাইবার আশে রাজা স্নান করি আতঃ

শুনে পোড়া মৎস্য পলায়ন ।

জুদয়ে ভাবিয়া ব্যথা রাজা কৈল হেট মাথা

রাণী কৈল এ মৎস্য ভক্ষণ ॥

এই হেতু দুই জনে বিচ্ছেদ হইল মনে

নিজরাজ্য ত্যজে নৃপমণি ।

বুদ্ধিনাশ দৈব দোষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাসে

এই কথা বনপর্ষে শুনি ॥

মল্লিখরের অভিষাপ ।

গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি গঙ্গায় সাজিয়া তরি

কৃষ্ণ কথা কুতূহলি মন ।

ভাবে সমাকুলচিত্ত নারদ গায়েন গীত

বিরচিয়া কালিরদমন ॥

শ্রামল সুন্দর তনু করতলে ধরে বেণু

আজানু লগ্নিত বনমালা ।

প্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে

বাহুযুগে হেম তাড়বাল। ॥

প্রভু বিশ্বস্তরকার যশোদানন্দন রার

ভয়ে ভঙ্গ দেয় কণিগণ ।

ফিরি ফিরি বনমালী দেন ঘন করতালী

নাগগণ লইল শরণ ॥

নৃত্য করেন মালাধর ।

তাথিনি তাথিনি থিনি মৃদঙ্গ মন্দিরাধিনি

ঘন ঘন বাজিছে নৃপুর ॥

গণেশ পাখাজ পানি তাথই তাথই ধনি

নন্দী ভঙ্গী পরে করতাল ।

হরি হর পদযোনি নৃত্য দেখে মহামুনি

হরিধনি করে মহাকাল ॥

যশোদানন্দন কাছে ধ্রুপদ তাণ্ডবে নাচে

ইন্দ্রের কুমার মালাধর ।

মুখরনৃপুরশালী কালিমাথে দিয়া তালী

দেখি আনন্দিত পুরহর ॥

হয়ে সবে একতালি পঞ্চ তালে হয়ে মেলি

গান গীত গোবিন্দ মঙ্গল ।

গোবিন্দমঙ্গল শুনি সবে বলে হরিধনি ।

সবার হৃদয়ে কুতূহল ॥

নত নহে যেই জন নাট ছলে নারায়ণ

করিল তাহারে পদাঘাতে ।

দ্রুত পড়ে ত্যজি ফণা শতমুখে বহে কেনা

ধর শ্বাস মুখ নাসা পথে ॥

ভাবে সমাকুলকেশ ধরিয়া নন্দের বেশ

আনন্দে নাচেন পঞ্চানন ।

যশোদার বেশ ধরি তাণ্ডব করেন গৌরী

পুলকিত তরুলতা গণ ॥

নাচে তুচ্ছ কুন্তিবাসা* দিল নিজকণ্ঠভূষা

হাড়মালা চিত্রবিভূষণ ।

সকল কুণ্ডল হার হীরায় গাঁথনি যার

প্রসাদ করিল দেবগণ ॥

মনি আভরণ মাঝে হাড়মালা নাহি সাজে

দেখিয়া হাসেন মালাধর ।

অভয়া অস্তুর্যামী বুঝিয়া প্রমথস্বামী

কোপদৃষ্টে চাহেন শঙ্কর ॥

কোপে কম্পে কলেবর ডাকিয়া বলেন হর

মুঢ়মতি গুন মালাধর ।

বুঝিলাম তোর মতি কেবল কপট স্তুতি
 তুই লোভী ধনের কিস্কর ॥
 আমি উদাসীন জন হরিভক্তিপরায়ণ
 নাহি সোণা কপা আভরণ ।
 তোরে দিনু দিব্যমালা তার কর অবহেলা
 এই মালা শ্রীর নিকেতন ॥
 যত বার মৈল গোঁরী তার নিদর্শন ধরি
 ছাড়ের করিষু কণ্ঠহার ।
 যে জন পরশে ছাড়ে তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে
 এই মালা ত্রিভুবনসার ॥
 এইত মালার গুণ সাবধান হয়ে শুন
 পূর্বে ছুয়েছিল দশানন ।
 মালা পরশ পাকে বিদিত সে সর্বলোকে
 পরাজয় কৈল দেবগণ ॥
 ধনের করিয়া আশ যেই জন হরিদাস
 তার ভক্তি কেবল ব্যাপার ।
 যেন মতি তেন গতি ঝাট চল বসুমতী
 কূলে জন্ম লহ বাণিয়ার ॥
 হেন বাক্য হরভুণ্ডে কুমারের পড়ে মুণ্ডে
 ভাঙ্গিয়া শতেক ধরাধর ।

চরণে ধরিয়া হরে কুমার বিনয় করে
গাইল মুকুন্দ কবির ॥

মালাধরের শিবস্তব ।

চরণে ধরিয়া স্তুতি করে মালাধর ।
এই বার অপরাধ ক্ষম মহেশ্বর ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সনাতন ।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি প্রভঞ্জন ॥
তুমি যোগ তুমি ধন সূখ মোক্ষ ধাম ।
বিকল জনম তার তুমি ধারে বাম ॥
বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত ।
লঘুদোষে গুরুদণ্ড নহেত উচিত ॥
এতেক স্তবন যদি করে মালাধর ।
প্রসন্ন হইয়া তারে বলেন শঙ্কর ॥
দেবমানে মহীতলে থাক চারি মাস ।
কর গিয়া অভয়ার ত্রৈলোক্য প্রকাশ ॥
আমার সেবক তথা আছে ধনপতি ।
তার বনিতার গর্ভে লহরে উৎপত্তি ॥
এতেক বচন যদি বলে কামরিপু ।
দেখিতে দেখিতে তার লুকাইল বপু ॥

মালাধরের মর্ত্যলোকে গমন।

শিবের বচন শুনি মালাধর বলে বাণী

হয়ে অতি নিবাদিতমীতি ।

তোমার ইচ্ছিত পোয়া আদেশিলা মহামায়া

মোরে দিলা বিষম আরতি ॥

কান্দিছেন মালাধর হইয়া কাতরতর

গুরুতর মনের সন্তাপে ।

তাজিয়া পমর পুরী দেবরূপ পরিহরি

কেমনে রহিব নররূপে ॥

নাহ মোর অপরাধ বিনা দোষে অবসাদ

দিলা মোরে দেব শূলপাণি ।

মাতার নিজসাথে আমার পরাণ বধে

তুই নারী হৈল অনাধিনী ॥

পদ্মাসনে করি ধ্যান যোগেতে ছাড়িল প্রাণ

পাড়িয়া রহিল কলেবর ।

উজানি নগরে স্থিতি খুল্লনা সে ঋতুমতী

প্রবেশিল তাহার উদর ॥

রঘুবংশ উপাখ্যান :

শুন সেতুবন্ধের ঘটন ।
 রঘুবংশ ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
 সম মুখ নহে দূরশন ॥
 ত্রিভুবন অবতংসে আছিল মিহির বংশে
 দশরথ নামে নরপতি ।
 স্নতসম পালে প্রজা অবনী পালেন রাজা
 অযোধ্যায় তাঁহার বসতি ॥
 রূপে যিনি দেবমায়া নৃপতির তিন জায়া
 কৌশল্যা সুমিত্রা কেকয়ী ।
 কৌশল্যানন্দন হরি রামরূপে অবতরি-
 রণভূমে নিশাচরজয়ী ॥
 ভরত কেকয়ীস্নত রূপে গুণে অদভুত
 সুমিত্রানন্দন দুই ভাই ।
 যমক লক্ষ্মণ তার শত্রুঘন পুত্র আর
 অনুজ্ঞা সমরবিজয়ী ॥
 চারি পুত্র রণজ্ঞতা দেখি আনন্দিত পিতা
 নৃপতি আছিল সিংহাসনে ।
 যজ্ঞের পালন কাম আসি বিশ্বামিত্র নাম
 মুনি দশরথ সুমিথানে ॥

মুনির বচন শুনি পাঠাইলা নৃপমনি

শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি সনে ।

পথেতে তাড়কা মারি মুনির কৌতুক করি

দৌড়ে কৈল যজ্ঞের পালনে ॥

সম্মুখ করি নিজ যজ্ঞ মনে ভাবি কৰ্ম বিজ্ঞ

দৌড়ে নিল জনক সদনে ।

তথা রাম কুতূহলে নৃপতির যজ্ঞশালে

হরধনু করিল ভঞ্জে ॥

দেখিয়া সেই অদ্ভুত অযোধ্যা পাঠায় দূত

দিয়া চারু নিজ হয় যান ।

শক্রস্ব ভরত সাথে পাঠাইল দশরথে

সবিনয় কৈল বহুমান ॥

ত্রিভুজনে একধন্যা রামে দিল সীতা কন্যা

কিষ্কিন্দী কনক ভূষাবতী ।

সীতানুজা তিন সূতা রামানুজে দিল তথা

সবিনয় জনক ভূপতি ॥

চারি পুত্র বধু সাথে চারু দিব্যহয় রথে

অযোধ্যা চলিল মহীপতি ।

হরধনু ভঞ্জন শুনি রুঘিয়া ভার্গব মুনি

আগুলিল রামের পদ্ধতি ॥

পরশুরামের গর্বে শ্রীরাম করিল। ধর্ম

স্বর্গপথ রোধে এক শরে ।

সমরে ছন্দুভি বেণী শঙ্খ পড়া বাজে সাদি

রাম এলা অযোধ্যা নগরে ॥

রাম অনুগত প্রজা দেখি আনন্দিত রাজা

সিংহাসন দিতে কৈল মন ।

দারুণ কেকয়ী পাকে বনবাস দিল তাকে

সঙ্গে গেলা জানকী লক্ষ্মণ ॥

ভ্রমিতে কানন পথে শর ধনু করি হাতে

বিরোধের নিধন কারণ ।

বাস করি পঞ্চবটী সূৰ্পনখা নাক কাটি

বধ কৈলা খর ও দুষণ ॥

সূৰ্পনখা গিয়া লঙ্কা দশাননে দিল শঙ্কা

কহিল সীতারূপ কথা ।

মারীচ সহায় করি রাক্ষসের অধিকারী

এল বীর রামকুড়্যা যথা ॥

হেমযুগরূপ ধরি শ্রীরামের বরাবরি

নাচয়ে মারীচ নিশাচর ।

সাধিতে সীতার কাম শর ধনু হাতে রাম

অনুবর্তী হৈল রঘুবর ॥

গিয়া রাম কত দূরে মারীচ বধিল শরৈ
 পড়ে বীর ডাকিয়া লক্ষ্মণে ।
 রামের সঙ্কট বুঝি সীতা শোকসিন্ধু মজি
 পাঠান লক্ষ্মণে অশ্বেষণে ॥
 শূনা দেখি নিকেতন আসি তথা দশানন
 সীতা লৈয়া গেল দিব্য ষানে ।
 সমরে জটায়ু মারি রাক্ষসের অধিকারী
 রাখে সীতা অশোক কাননে ॥
 দুগ বধি আসি রাম শূনা দেখি নিজ ধাম
 মুচ্ছিত পড়িল মহীতলে ।
 হৈয়া ভয়পরাজিত দুই ভাই চায়া সীতা
 দৌহে দুঃখ ভাবে এককালে ॥
 দৌহে বসি এক স্থলে ভাসেন লোচনজলে
 নিজ দুঃখ ভাবে দুই জনে ।
 এক শরে বাজি বধি সূগ্রীবের কার্য সাধি
 দৌহে রহে শিখর কাননে ॥
 রামের সাধিতে কাজ হনুমান কপিরাজ
 পাঠাইল সীতা অশ্বেষণে ।
 হেলে সিন্ধুপার হয়ে সীতার বারতা লয়ে
 এল বীর রামের সদনে ॥

রামের সাধিতে তব্ব শিলা তরু পরবত
 নলের আনিয়া রাখে পাশে ।
 নলের পরশে ভাসে দেখি কপিগণ হাসে
 সেতুবন্ধ হৈল এক মাসে ॥
 সীতার উদ্দেশ্য হেতু সমুদ্রে বান্ধিয়া সে
 পার হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনু কপিবল
 বেড়িল লঙ্কার উপবন ॥
 পার হয়ে প্রভু রাম বেড়িলেন লঙ্কা ধা
 দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা ।
 যুক্তি করিয়া স্থির পাঠান অঙ্গদ বীর
 রাক্ষসেরে করিতে গঞ্জনা ॥
 অঙ্গদ বীরের বোলে দশানন কোপে জ্ব
 সেনা পাতে করিবারে রণ ।
 করিয়া অনেক মান ইন্দ্রজিতে দিল পান
 সঙ্গে দিল নব লক্ষ জন ॥
 রাক্ষসে বানরে রণ পড়ে যত বীর গণ
 ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে ।
 মায়াবপী করি রণ রখিল বানর গণ
 রাম লক্ষ্মণ রাজ্যে নাগপাশে ॥

জয় করিয়া সংগ্রাম ইন্দ্রজিত গেল ধাম
 মুক্ত হৈল গরুড় স্বরনে ।
 শত্রু সেনা লক্ষ লক্ষ পাঠাইল সে বিপক্ষ
 রাম তার করিল নিধনে ॥
 আনিয়া আপন বাসে মহোদর মহা পাশে
 ত্রিশিরা অতিকা নহাবীর ।
 ত্রিশিরা অতিকায় সমর করিতে যার
 দেখি রণে কেহ নহে স্থির ॥
 একে একে কান্ন রণ পড়ে যত বীরগণ
 শুনি ধায় রক্ষ অধিপতি ।
 রাজ্যে রাজ বাজনা সহিত অনেক সেনা
 কেহ নাহি রামের সংহতি ॥
 রাম তারে করে রাগ মুকুট সহিত পাগ
 কাটে রাম অর্ধচন্দ্রবাণে ।
 মনেতে পাইয়া লাজ ভঙ্গ দিল রক্ষরাজ
 কুম্ভকর্ণে করে জাগরণে ॥
 কুম্ভকর্ণ করে রণ পড়িল বানরগণ
 রাম তারে করিল নিধন ।
 ইন্দ্রজিত এল রণে পড়িল বানর গণে
 তবে তারে বধিল লক্ষ্মণ ॥

সকল বিনাশ দেখি দশানন হৈল ছুখি
 রথে চড়ি যুঝে রাম সনে ।
 যতেক আছিল সেনা লইয়া রাজ বাজনা
 প্রবেশ করিল গিয়া রণে ॥
 রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল যান
 সেই রথে সারথি মাতলি ।
 চড়ি রাম সেই যানে যুঝেন রাবণ সনে
 দেখি দেবগণ কুতূহলি ॥
 বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মঅস্ত্র চাপে যুঝি
 মারে রাম রাবণের বুকে ।
 রথ হৈতে বীর পড়ে কদলী যেমত ক্রম
 শোণিত নিকলে দশমুখে ॥
 রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সম্ভাষ মনে
 বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে ।
 কারি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোর
 সীতা আইলা রাম দর্শনে ॥
 সীতার বদন দেখি প্রভু রাম হৈলা ছুখি
 করাইলা পরীক্ষা মহনে ।
 সীতার পরীক্ষা দেখি দেবগণ হৈল ছু
 সবে আইল রাম দর্শনে ॥

হৈল পিতৃ দরশন দেখি তাই ছুই জন

দৌড়ে কৈল চরণ বন্দন ।

লক্ষ্মণেরে করি সাথে চলিলেন রঘুনাথে

সমুদ্র করিল নিবেদন ॥

পুনিয়াত সেতুবন্ধ কর্ণধারে লাগে ধন্দ

সেতুবন্ধ কৈল কোন জনে ।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ

শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

দই হেতুবন্ধ সেতু রাবণ বধের হেতু

অবধানে শুন কর্ণধার ।

এই পথে যান রাম অবগতি কৈল কাম

প্রগতি করিল পারাবার ॥

শুন রাম আমার বচন ।

যোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ সাধিলে আপন কাজ

না শুচিল আমার বন্ধন ॥

আমি চিরকালরুত্তি সগর রাজার কীর্তি

তুমি হে সগরবংশধর ।

রাবণে করিয়া কোপ নিজ কীর্তি কৈলে লোপ

শৃগালেতে লজ্জিবে সগর ॥

ভূমি করি দিয়া পথ পার হবে যুব বত
 জলচর হবে ঐতিকুল ।
 ধর্ম্মেতে করিরা দৃষ্টি রাখহ আপন সৃষ্টি
 আমার বক্ষন কর দূর ॥
 আমি লঙ্কে হনুমান সহি আমি অপমা
 কেবল তোমার অনুরোধ ।
 মোর বত উপরন ভাঙ্গিলেক কপিগণ
 তোমা দেখি নাহি করি ক্রোধ ॥
 সমুদ্রের শুনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যথ
 আজ্ঞা দিল সুমিত্রানন্দনে ।
 লক্ষ্মণ ধনুক হলে ভাঙ্গিলেন সেতু হুহু
 তিন চারি দ্বাদশ যোজনে ॥

মশানে ঘোর যুদ্ধ ।

চণ্ড নাদ চণ্ডিকা ছাড়ে ন চণ্ড রণে ।
 তিন লোকে চমৎকার কিছুই না শুনে
 রত্নের কুণ্ডল কর্ণে করে ঝিলিমিলি ।
 রাক্ষস স্তম্ভধর যেন অচল বিজুলি ॥
 পলিত ক্রুদ্র যেন নবশশিকলা ।
 আজ্ঞাভুল দ্বিত গলে দোলে মুণ্ডমালা ॥

চারি দ্বন্দ্ব ত্রাঙ্গী পূরেণ শঙ্খবনি ।
 বারাহী খেটকধরা ঘোষর নাদিনী ॥
 অশ্বিনী উজ্জলকরা ধাইল ইন্দ্রানী ।
 কৌমারী বিষম জিতা ময়ূরবাহিনী ॥
 রণস্থলে পাঞ্চজন্য বাজান বৈষ্ণবী ।
 সমর বিষম শিঙ্গা বাজয়ে ছন্দুভি ॥
 রণস্থলে নারসিংহী ছাড়ে ছহুঙ্কার ।
 দিবস ছুপরে দেখি দোর অন্ধকার ॥
 আদ্যা সম্প্রদায়ী মাতা কাল অবতার ।
 ত্রিশূল পটিশ অসি শেল যমদ্বার ॥
 ধাইতে চরণ ছটা পড়ে ক্রোশে ক্রোশে ।
 মাতৃগণ সঙ্কে ধায় ত্রাঙ্গীরা বেষে ॥
 বাহন ছাড়িয়া সবে ধায় মহীতলে ।
 যুগান্ত প্রলয় ঝড় উরিল সিংহলে ॥
 যোগিনীসমর নাহি সহে রাজসেনা ।
 আগে পিছে পথ আগুলিল সব দানা ॥
 মশানে ফিরয়ে দানা অতি বড় দীন ।
 পুষ্কর্ণী গাবালি যেন বেড়াইছে মীন ॥
 পশ্চাতে আইল তথা রাজা শালবাহন ।
 পঞ্চ পাত্র ভূপ সঙ্কে আইল তখন ॥

হয় গজ বসে রাজা বেড়িল মশান ।
 হেমময় দণ্ড ~~রাজা~~ চামর নিশান ॥
 যোগিনীর বোলে দানা কুশিল সঘনে ।
 ভুজঙ্গ পড়িল যেন গরুড়ের রণে ॥
 আত্মা দিল দানাগণে হাসিয়া অন্ডয়া ।
 পঞ্চপাত্র মহীপালে রাখ করি দয়া ॥
 আমার ত্রুতের হেতু রাজা শালবান ।
 যত্নেতে রাখিবে সবে উহার পরাণ ॥
 সঘনে লোকরে দানা তাড়ি পত্র খাঁড়া ।
 যারে হানে মশানেতে সেই হয় গুঁড়া ॥
 ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে ।
 মশানের ধুলা লাগে সবার নয়নে ॥
 দশনে দশনে কুবে দস্তাবলগণে ।
 ঘোড়ায় ঘোড়ায় রণ চরণে চরণে ॥
 কাঁড়েতে পাইক যুঝে কেহ চালমাথে ।
 ঠেলাঠেলি করি কেহ যায় যমপথে ॥
 কুশিরের নদীতে সাঁতারে ঘোড়া হাতি ।
 স্থল নাহি পায় ঘোড়া ডুবে মরে তথি ॥
 কলিকালে রণ নাহি পোয়েছিল দানা ।
 উলটি শালুটি রণ তলে দেই হানা ॥

গজদন্তগদা পানি ফেরে দানাগণ ।
 মারিয়া গদার বাড়ি হরিছে জীবন ॥
 জিয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ ।
 ক্লষণ ধররে যেন উজনিয়া মাছ ॥
 গজপৃষ্ঠে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে ।
 ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে ॥
 শালবাহনের চিন্তে নাগে বড় ধন্দ ।
 অম্বিকামঞ্জল গীত গাইল মুকুন্দ ॥

শালবান রাজার চণ্ডীস্তব ।

মুড়িয়া উভয় পানি শালবান নৃপমনি
 সক্রুণে করে নিবেদন ।
 আঁম অতি হীনতপা এইহেতু নাহি ক্লপা
 মায়া কপে কৈলে আগমন ॥
 ধরিয়া ব্রাহ্মণী বেশ আইলে সিংহল দেশ
 রাখিবারে কিকর শ্রীপতি ।
 না জানিয়া কৈলু দোষ দূর কর অভিযোষ
 তুরা বিনা অন্য নাহি গতি ॥
 কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ তম সত্ত্ব
 বিধির ধ্যানের অগোচর ।

হরি হর প্রজাপতি না পায় তোমার মতি
দৈত্য বধি রাখিলে অমর ॥

যতেক আমার সৃষ্টি সকলি তোমার দৃষ্টি
রূপা করি দিলে নারায়ণী ।

আমি অতি হীনতপা যদি না করিবে রূপা
পদতলে ত্যজিব পরানি ॥

ছুরিততারিণী নাম তিন লোকে অনুপাম
সবে কহে সেবকবৎসলা ।

নিজ মায়া করি দূর পবিত্র করহ পুর
রূপা কর গো সর্বমঙ্গলা ॥

চল না গো মহামায়া জানিনু তোমার
বড় নিদারুণ হৈলে তুমি ।

আপন সেবক জানে কেন এত বিড়ম্বনে
কত দোষ করিলাম আমি ॥

সিংহলপাটন ইবে লোকশূন্য ছিল যবে
করিলাম সে কালে সেবন ।

দিয়া মোরে পদ ছায়া আপনি করিলে দ
বসাইলো সিংহলপাটন ॥

আমি মাতা শালুবান লহ মোরে বলিদান
পুরুক তোমার অভিলাষ ।

দেখিয়া রাজার মুখ মনে চণ্ডী ভাবে হুথ
 ভগবতী অউ অউ হাস ।
 নৃপে বলে ভগবতী হইলু সদয়মতি
 কহিলু তোমার নাছি দোষ ।
 শ্রীমন্তে করহ মান সুলীলা করিয়া দান
 তবে মোর হয়ে পরিতোষ ।
 সেইত সাধুর পো দেখে লাগে নারী মো
 রঞ্জে আইল দীর্ঘ পরবাস ।
 আসিয়া তোমার পুরি কিবা দিল ডাকা চুরি
 তার কেন ধনে প্রাণে নষ্টা ।
 তুমি বেড়াইতে পথে দুগুণা না ছিল হাতে
 পরধন লৈতে কর মন ।
 যত আইসে সদাগর রাখ তারে বন্দী ঘর
 যত পাও তত লহ ধন ।
 দূর কৈলে অভিমান শুন রাজা শালবান
 অকপটে দিলু পরিচয় ।
 দেখিয়া তোমার ত্রাস রাখিলু আপন দাস
 আর মনে না করিহ ভয় ।
 আমি স্থিতি আমি স্থিতি সকলি আমার কৃতি
 ত্রয়ীবিদ্যা অনাদি বাসনা ।

মহাদেব কালরাজি গায়ত্রী ভুবনধাত্রী

ক্রিয়া শক্তি সংসারবাসিনী ॥

পাষণ্ড জনার পক্ষ বিরুদ্ধিতময় দক্ষ

তার আমি হইনু ছুহিতা ।

তথা নাম হৈল মতী বিত্তা কৈল পশুপা

স্বরলোক হইল ঘোহিতা ॥

মেনকা উদরজাতা হইনু শিখরিসুতা

তপস্বী করিনু হর হেতু ।

মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্নরে

হরকোণে মৈল মীনকেতু ॥

জোমার বিনয়ে মায় খণ্ডিল সকল দায়

মোর দাসে দেহ কন্যাদান ।

চণ্ডীর বচন শুনি রাজা কহে ঘোড়পাণি

শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

আমি যদি জানিতাম এমত বিচার ।

করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার ॥

সভাতে জোমার দাস হৈল পরাজয়ী ।

পণ্ডিতে বিজ্ঞানে মাতা যে বলিল এই

না মানিল পরাজয়ী করিয়া অঞ্জলি ।

কন্যা দিতে বল মাতা তব ঠাকুরালি ॥

টিটকারি দেয় মাতা বলে কুবচন ।
 মাকলী নাহি দেয় তার কাণ্ডাঘের জন ॥
 এক্ষণে জানিনু মাতা তমত যুক্তি ।
 কামিনী কমলকরী তুমি ভগবতী ॥
 আমি ক্ষেত্র বনিকেরে বল কন্যা দিতে ।
 জ্ঞাতি নাপি করিতে তোমার লয় চিতে ॥
 আমার বচন রাজ্য না করিলে দূঢ় ।
 মোর বাক্য অঙ্গ হৈল জ্ঞাতি হৈল বড় ॥
 আমার বচন শুন ছাড অভিমান ।
 শ্রীমন্তসাদুকে তুমি কর কন্যা দান ॥
 যদি সে কমলকরী পারে দেখাবারে ।
 তাহেত সুশীলা দিবে শ্রীমন্তসাদুরে ॥
 এমন গনিয়া রাজা চণ্ডীর ভারতী ।
 করপুটে প্রতিজ্ঞা করিল নরপতি ।
 ভুবনমোহন বেশ ধরিল পার্শ্বভী ।
 শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

শাস্ত্রবান্ রাজা কমলে কামিনী দর্শন ।
 মায়াময় হৈল নাহি তীর্থ বহে কালী হ্রদ
 চকুল হানিয়া বহে জল ।

ভুবনমোহিনী নারী উগারিয়া গিলে কর
অধিষ্ঠান হইল কমল ॥

দেখ রায় কালীদহ জল ।

কমলকানন তার চঞ্চল দক্ষিণ বায়
অলিকুল করে কোলাহল ॥

কনককমলরুচি স্বাহাস্বধা কিবা শুচি
মদনসুন্দরী কলাবতী ।

মবসন্তী কিবা রমা রতি রত্না তিলোত্তম
চিত্ররেখা কিবা অরুন্ধতী ॥

কিবা অপকম্প কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায়ে শোভে সোণার নৃপূর ।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দূর কো
রবির কিরণ করে দূর ॥

বাল্য অতি ক্রশোদরী ভার ছই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব জিনি তাঁর ।

বদন ঈষৎ মিলে কুঞ্জর উগারে গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥

কন্যার ঈষৎ হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দম্ভপীতি বিদিত বিজলী ।

বদন কমল গঞ্জে পরিহরি মকরন্দে
 কত শত তথি ধায় অলি ॥
 পদপাতে করি ভর গিলে রামা করিবর
 দেখি রাজা কৈল নমস্কার ।
 সাজ মিত্র পুরোহিত সবে হৈল চমকিত
 শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার ॥
 হৈয়া রাজা সবিনয় আগি নিল পরাজয়
 কুঠারি বন্ধন করি গলে ।
 বিদ্যা ত্রিপলি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
 ত্রাঙ্গন রাজার কুতূহলে ॥

কবিরঞ্জন।

চৌর ধরণ ।

কোন চিন্তা নাহি মন্তুকুঞ্জরগামিনী ।
সঙ্কটে করিবে পার পুরারিকামিনী ॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ ।
শক্তি কার কালীর কিলকরে করে বধ ॥
করালবদনী বলি বাড়াইল পা ।
হেরি পতি কপবতী ভয়ে কাঁপে গা ॥ ১-
দক্ষিণ চরণে তরি দাঁড়াইল পাড়ে ।
ব্যান্ধ প্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে ॥
রতন ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে ।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহ নাদ পুরে ॥
কেহ বা বড়সি হানে কেহ তরবার ।
ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার ॥
কেহ বলে বহু ছুঃখ পেয়েছি হে জাই ।
যাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই ॥

কেহ বলে লাঠিতে মাথার ভাঙ্গি গুলি ।
 কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলি ॥
 কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি ।
 কানাল পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি ॥
 তীরে তীরে জর জর করিছে ইলারে ।
 গগিয়া মার রাজা কি করিতে পারে ॥
 পাটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত ।
 বিদ্যা কহে ধর্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ ॥
 মর্ম দহে হির নহে উঠে ডাক ছেড়ে ।
 নুক চিরা মানিক লইল কেবা কেড়ে ॥
 সহচরী গণ কান্দে কুমারের হেতু ।
 তোমা পেসেছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু ॥
 পৃথক্কর কঠোর পাপে বামদেব বাম ।
 হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম ॥
 কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে ।
 ঢেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে ॥
 তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে ।
 চুল ছিল এলো শীঘ্র ছুই করে বান্ধে ॥
 পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে ।
 মন সাথে ধরা দিল ভৎসিতে রাজ্যারে ॥

মদনমোহন রূপে সবে মোহ যায় ।
 অনিমিষে বাঘাই সুন্দর পানে চায় ॥
 কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর ।
 বিদ্যা বলে পরাণপুথলি বটে মোর ॥

চোর দর্শনে নাগরিক জনের খেদ ।
 ধরাগেল চোর সের পাড়িল নগরে ।
 বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় নাহি রয় ঘরে ॥
 স্তন পান করে শিশু কোলে যে ধনীরা ।
 মৃত্তিকায় ফেলি ধায় মন নহে স্থির ॥
 রক্তনশালায় রান্না রন্ধনে যে ছিল ।
 আখার উপরে হাঁড়ি রাখিয়া চলিল ॥
 বেগে ধায় নাহি চায় পিছু পানে কিরা ।
 কেহ কহে দাঁড়া লো মাথার লাগে কিরা ।
 এক জন প্রতি আর জন বলে কোই ।
 সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই যায় ওই ॥
 কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি ।
 অভাগিনী বিদ্যা হেন হারাইল নিধি ॥
 সকল নরন যুগে কোন ধনী বলে ।
 আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে ॥

রাজসভায় সুন্দরের আনয়ন করি
 সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রাই ।
 তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায় ॥
 প্রমথেশপ্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন ।
 ভালে বিন্দু বিধুগণ্ড্যে বালার্ক সেমন ॥
 প্রচণ্ড চণ্ডার্চিচয় চতুর্দিকে দ্বিজ ।
 স্তব্ধবেষ্টিত যেমন মথভুজ ॥
 কিশোর নিকরে করে চামর ব্যজন ।
 নতকে দবল ছত্র কিবা স্তম্ভোত্তম ॥
 তত্পরি চন্দ্রাতপ তম করে দূর ।
 নাম ভিতে মহাপাত্র পরম চতুর ॥
 পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য ।
 যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত ॥
 দুর্দিকে সোনার খাড়া বুকে ধরে ঢাল ।
 কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল ॥
 সেলাম করয়ে হাতী সমুখে মাহুত ।
 পদাতিক ছরস্তু সাক্ষাৎ যমদূত ॥
 চোবদার নকীব হজুরে খাড়া আছে ।
 বাঘাই কোটাল চোর নিয়া গেল কাছে ॥

গরীব মেওয়াজ বলি আদরে সেলাম ।
 নজর দৌলত এহি চোর ল্যাক্সা হাম ॥
 ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি ।
 সতত নির্ভর দীপ্যমান মেন রবি ॥
 অপাকুলোচনে নিরাখিয়া রূপ ভূপ ।
 পরম পুরুষ চিত্তে জানিল স্বরূপ ॥
 বন্যা কন্যা অশ্রুবিয়া মিলাইল পতি ।
 মরুতপে কোন দেব ভ্রমে বসুমতী ॥
 দেবতীরমণ কিয়া কিয়া বুঝকৈতু ।
 কিয়া নারায়ণ নিজে রামরত্না হৈতু ॥
 কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই ।
 রাজা বলে কাট চোর মশানে বাঘাই ॥
 আঁখি ঠারে আর দান করে মিথ্যামণি ।
 মিছামিছি করে কত তর্জন গর্জন ॥
 পদতলপাদপদ্য যানগে প্রণাম ।
 হাসি হাসি সুখ ভাষা কহে জননাম ॥
 কাট রাজা তিলাক দণ্ডিক মৃত্যুভঙ্গ ।
 গোটে কত কথা কহি শুন মহাশয় ॥

সুন্দরের বহননোচন সংবাদে বিদ্যাসি উল্লাস ।

স্নান করি শশিমুখী মহাকৃষ্ণ মনে ।
 ভবানী ভাবয়ে ভীনা-মুদ্রিত নয়নে ॥
 পুত্রে পরমেশপুত্রী পরম মৌতুকে,
 মেঘ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে ॥
 বদনে রমনা রব যত সীমন্তিনী ।
 শব্দ যন্তা কোলাহল করে জয়ধ্বনি ॥
 পদোপানে অপো রামা মহাশঙ্খমালা ।
 মালাভূষণ প্রণাম করে বীরসিংহবালা ॥
 কুণ্ডল কহে বিদ্যা প্রেমে গদ গদ ।
 পরকামে পাই যেন পদ কোকনদ ॥
 দীপ দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন ।
 সর্গভীষমানা ভব কহে বিপ্রগণ ॥
 করালবদনী কালী কলুষহারিণী ।
 সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী ॥
 তুমি কৃপাময়ী মা গো কৃপানাথ ভক্তা ।
 জগদয়া জননী জনক বিশ্বকর্তা ॥
 তথাপিহ তুংখরাশি নহে মোর দূর ।
 সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিষ্ঠুর ॥

অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাদ্য ।

অমরনাশিনী আশ্রয় করা আসি ॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ তদীয় পিতা মাতার প্রত্যাশায় ।

আধকায়ে উপনীত গুণসিদ্ধসুত ।

শীঘ্রগতি নিজপুরে পাঠাইল দূত ॥

দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাষ ।

সুত যেন পুনর্বাপি পায় জীবন্যাস ॥

আনন্দের ওর নাহি বাছ তুলি নাচে ।

অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে ॥

ধ্বাস কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতী ।

পুত্রবধু দেখসিয়া উঠ শীঘ্রগতি ॥

রানী বলে প্রভু ভূমি কি কহিল কথ্য ।

সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথ্য ॥

আর কি এমন দিন আমার হইবে :

চাঁদমুখে যা কথাটি সুন্দর কাহবে ॥

পুরবাসি সহ রাজা রানী রথে উঠে ।

বাল রক্ত যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে :

সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ।

কাড়া সঙ্গে রঞ্জে চলে লক্ষ লক্ষ তালি ॥

প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি কোড়া কোড়া ।
 লক্ষরের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া ॥
 যন যন ডঙ্কা শঙ্কা রিপু চমকিত ।
 উড়িছে পতাকা সিতালিত রক্ত পীত ॥
 কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী ।
 যুগ্মারে নকীব জয় করালবদনী ॥
 স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র ।
 উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবা মাত্র ॥
 পথ করে পরিস্কার চাত্ত কুতূহলী ।
 দোধাবি রোপিল চাকু শ্রীরামকলী ॥
 খাম্বাশাখায়ুক বারিপূর্ণ স্বর্ণঘাট ।
 শীঘ্র করে স্থাপন শ্রীগৃহমন্ডিকট ॥
 পিতা মাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে ।
 মালাঞ্জে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে ॥
 নমস্তোম সাগর মধ্যে ভাসে রাজ্য রানী ।
 পুত্র কোলে করে দৌছে প্রসারিয়া প্যানি ॥
 সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে ।
 সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে ॥
 দ্বিগুণ উগলে প্রেম নিরখিয়া বধু ।
 সযনে চুম্বতি রানী মুখরাকাবিধু ॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসি নারীগণের

আগমন।

মঞ্জলাচরণ কুলাচার যত ছিল।
 পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥
 গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কম্পতরু কম্প।
 রতন ভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ ॥
 ভাঞ্জন মগর কেহ ঘরে নাহি রহে।
 পরস্পর সকলে সকল বার্তা কহে ॥
 উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ।
 জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন।
 আসন থাকুক আগে এস শুন রাণি :
 বধূ বটে কেমন দেখাও দেখি আনি ॥
 কুতূহলী পদধূলি শিশে বাক্সে সতী।
 সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী ॥
 করে ধরি টেনে নিয়া বসায় নিকটে।
 হাসি হাসি কহে যরভরা বউ বটে ॥
 মুখকোড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল।
 আইবড় কাপঘরে ছিল এত কাল ॥
 বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা।
 এ মেয়ে সামান্য নহে পরমপণ্ডিতা ॥

পণ ছিল শাস্ত্রে যেরূপ করে পরাজয় ।
 তারে দিবে বাল্য মালা সেই হবে ধর ॥
 নিরশিয়া মহাবধু দ্বিভবপুচন !
 সকলে মদনে গেল! মর্দয়হৃদয় ॥

বাসবদত্তা ।

কন্দর্পকেতু ও মকরন্দের বিজ্ঞাগিরি দর্শন
যুবরায় চলে অগ্রে বিজ্ঞ্যাচলে
করে দূরে দরশন ।
দেখি পুলকিত হয় সচকিত
আনন্দে প্রকুল্ল মন ॥
ব্রহ্মাও অখণ্ড করিবারে খণ্ড
করিতে মার্জও রোধ ।
দেখিতে প্রথর সহস্র শিখর
ধরেছিল করি জোষ ॥
দেখি সুরগণে পরমাদ গণে
সকলে মন্তনা করে ।
পাড়িয়া সঙ্কটে অগস্ত্য নিকটে
নিবেদন করে পরে ॥
করিয়া বিরোধ চন্দ্র সূর্য্য রোধ
করিয়াছে বিজ্ঞাগিরি ।

সদা অন্ধকার নাহি জ্ঞান কার

এক দিবা হিতাবরী ।

বি ঘটাল বিদি নাহি যজ্ঞনিধি

অনশনে প্রাণে মরি ।

এ করিলে ত্রাণ নাহি পরিদ্রাণ

সাপ প্রাণদান করি ॥

দেবের দুর্গতি দেখি শীঘ্রগতি

অগস্ত্য তথায় যায় ।

গরি পেয়ে গুরু যত্ন করে গুরু

নতি করে গুরুপায় ॥

মুনি ছলে নলে থাক ইহা বলে

কুতূহলে গেল চলে ।

বিজ্ঞা শুদ্ধমতি গুরু অনুমতি

তদবধি প্রতিপালে ॥

দেখিল অননি স্থানে স্থানে মনি

দিনমণি যেন জ্বলে ।

নাখা নাখামৃগ বাঘ বন মৃগ

তুরগ উরগ চলে ॥

করে বীণা ধরি কত বিদ্যাধরী

করিছে মধুর গান ।

টেল ফুটিচি মণিতে খচি

জিখিয়া নানাহান ॥

ভৌরক পাথর শোভে ধরেপর

শিখরের আগে ভাগে ।

কলিঙ্গা নিন্দ কত নদীনন্দ

পড়ে অগ্নি নিম্নভাগে ।

জাকিয়া অঙ্গরে গহ্বরে সমরে

শতেক শঙ্করকুল ।

হার করে করি শত শত করি

মারি করিতেছে তুল ॥

বানর ভল্লুক গণ্ডার উল্লুক

আছে কত পালে পালে ।

গোমুখ গরু সবে সমবয়

সুহৃদতা ভাব পালে ॥

কাণ্ডাদি শাপদ দেখিলে আপদ

আপাতত উপজয় ।

মনুষ্যাদি গেলে — উবু উবু গেলে

মাহিক কোন সংশয় ॥

চমর কুরঙ্গ, করে নানা রঙ্গ

ক্লেমে অন্য কক্ষমেতে ।

উঠে নোটে খর তাজি বাজি শর

স্নেহে নিজ বিক্রমেতে ॥

যামের সোসর হাতে ধনুশর

যতেক শবরগণ

দখি মগকুল ভাষাতে ব্যাধুল

বাঞ্ছা অঞ্ছা ছাড়ে বন ॥

দোখরা শবরে কেহ বা নিবরে

ডরে করে পলায়ন ।

কেন কপি জায় লইছে আশ্রয়

কঙ্করে গহন বন ॥

অঙ্গে আরে আরে কত রক্ত ঝরে

যেন ঘোরা ঝরে তায় ।

কল মল্লিকায় কেহ শ্বাসগত

কামদু জীবন যায় ॥

দোখরা সকল মহা কল কল

বিকল কন্দপকেতু ।

উঠে কত দূর গিয়ে ছুর ছুর

কাপয়ে ভয়ের হেতু ॥

লামিয়া কুহরে শরীর শিহরে

হেরে অন্ধকার ময় ।

হারাইয়া দিক দৈল বড় দিক

দিক ঠিক নাহি হয় ॥

পায়ে বহু কষ্ট বাহির একোষ্ঠ

অকষ্টবন্ধের ন্যায় ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে পড়িয়া ভ্রমিতে

ক্রমেতে বাহিরে যায় ॥

উভয়ে সম্বরে অভয়ে উভয়ে

উত্তরিল গরে আসি ।

হয়ে নিঃশব্দ দেখি বিস্ময়জন্য

বন্য পশু রাশি রাশি ॥

তার চারি ভীঃ হেরি দৈল ভীঃ

কালী কালীকান্ত স্মারে ।

কহিছে মদন-ভুলহে মদন

এক্ষণে ভয়ে কি করে ॥

গঙ্গা দর্শন ।

নামিয়া আইল দৌড়ে দেখি বিস্ময়জন

বলে গুণমণি শুনি একি কোলাহল ॥

হইয়াছি স্তব্ধ শব্দ শুনি অকস্মাৎ ।

যেন অন্ধে স্কন্ধ বহে প্রলয়ের বাত ॥

ত্রিক ঘনায়ন ঘন করিছে গজ্জন ।
 কিস্কি কনিপতি অতি করিছে তজ্জন ॥
 ঐরাস্ত শঙ্কর মহান্ ভৈরব ।
 জ্ঞান হয় নিগহন করিতেছে রব ॥
 হায় নিগয় বন্ধু কর অবৈষণ ।
 গন্ধ অনুসারে চল করিব গমন ॥
 হসে হর্ষ পরামর্শ এই করে হির ।
 উত্তরে উত্তরে পরে নদ্বয়ে সুদীর ॥
 তটে রাখ অশ্ব বিজ্ঞানসীর নীর ।
 হর্ষে স্পর্শ করি দোহে পবিত্রশরীর ॥
 গর্ভেতে অর্ভক দ্বয় করিয়া নজ্জন ।
 বৈদিক বৈদিক ক্রিয়া করে সমাপন ॥
 কানন্দেতে মগ্ন গললগ্নবাস হয়ে ।
 বসে রঞ্জে হের গঞ্জে অপাঞ্জে অভয়ে ॥

হরিহর মূর্তি দর্শন ।

মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে ।
 ঘন নীলমণি ফটিকে মিলিত হয়ে রহে ॥
 মুণ্ড ভেদবাদি বিবাদি করিতে তমোভেদ ।
 হরি হইলেন ত্রিপুরারি তনুতে অভেদ ॥

কিনা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ ।
 আশা কণিতে বিনান বেণী সাজে ছটা গুচ্ছ
 আশা কপাল কলকে শোভে অলকের পাঁতি
 আশা "কু"ধক জ্বলছে জ্বলন দিবা বাতি ॥
 আশা তিলক আলোকে তিন লোকে করৈ অ
 আশা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোল নামে ভা
 আশা নলিন নলিন কারি নয়ন তরল ।
 আশা তাক্ষেতে বাঙ্গাল আঁখি যেন বজ্রোৎ
 আশা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল ।
 ইন্দ্রে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে ম
 আশা বনমালা গলায় ভূলায় জর্মনন
 আশা কক্ষ অক্ষমালা আল করে ত্রিভুজ
 আশা কুসুম কস্তুরি হরিচন্দন চর্চিত
 আশা কলেরবর ভূমাকর ভ্রমদিভূষিত ॥
 কিনা করকিনলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র ।
 আশা অমর অমরু করে আর শিঙ্গা বক্র
 আশা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পাঁতদহ
 আশা বাঘালা ভোলায় ভুজগমালাবেড়া
 আশা চরণ কমলে শোভে কাঞ্চনমঞ্জীর
 আশা ফণিমালা ফৌশ ফৌশ গরজে গভীর

নেথে এই কপ অপকপ কপ হরিহর
হাজা পজাবিধি যথাবিধি করে ততঃপর ॥

সংক্রান্তগণন ।

হরি হরিহরে হয়ে হরষিতকণ
স্বস্তি করে নীতি করে লুটায়েরায় ॥
নন্দিত হস্তে বাণ বাক্তির হইয়া ।
করায় পুরাতন কবিতায় চলিয়া ॥
যত্নে বহু ভীয়ে কিয়ে কাব্যমা মিল ।
নিরমল চল চল করিল ভ্রমণ ॥
পুনঃ পুনঃ পুনঃ সেড়া বাক্তি তাড়াতাড়ি
দিয়ে-সম্মতিতে ছুটে দিল এটে বাক্তি ॥
শাসনাবধি যায় যাবে সেই বাক্তিরাজ ।
প্ৰধান হন ভবনয় যেন নির্মিতমাজ ॥
পুণ্য পাপজন দ্বার দিয়া ছুট জন ।
লগন নগর হৈতে করিল গমন ॥
সেই মুখে যায় সুখে কৌতুক উভয় ।
প্রবেশিতা বনে যনে নাহি গণে ভয় ॥
চুই মল্ল কাত নল্ল করিতে প্রয়াণ ।
দোথতে দেখিতে হৈল দিবা অবসান ॥

দিনমণি অমনি পান্চমাচলে চলে ।
 খগগণ ফুটবন যায় স্থলে স্থলে ॥
 নানাজাতি বকপাঁহ চলে পালে পালে ।
 পক্ষি সব করে যব বসে ডালে ডালে ॥
 গচর ভূচর বনচর ঝাঁকে ঝাঁকে ।
 উড়ে আসেন নিজ বাসে কত লাকে লাকে
 চটক চটকী শগুনীপরে থরেথর ।
 কল কলে যায় চলে নিজ নিজ ঘর ॥
 পদোষে প্রবেশে পিকগণ যুহুযুহু
 বিশাল বৃক্ষাল শালে করে কুহু কুহু
 মুখে মুখে নিশামুখে শিখরি উপদেহ
 মুখে মুখে শিখিকুল নৃত্য কৃত্য করে ।
 গোটে গোটে গোটে টেঁহতে সঙ্কটে গোপ
 হুয়া হুয়া ধরে গুরু চলে গাভীপাল ॥
 যুখে যুখে জুতে জুতে যতক মরাল ।
 তালে তালে গায় চলে যায় সন্ধ্যাকাল ॥
 কল কল রবে কল কল বনস্থল ।
 বেছে বেছে সবে আছে লয়ে ভাল স্থল ॥
 বনে বনে করে মেনে বনচর গণ ।
 ঘন ঘন ঘনাঘনসদৃশ তর্জ্জন ॥

স্বপ্নে স্বপ্নে চমকি চমকি ভূমিপাল^ক ।
 মনে মনে ভয় গণে দেখি সঙ্কটকাল ॥
 দিবা গেল সন্ধ্যা এল সূর্য্য অস্ত^ক ডুবিলে ।
 একি দণ্ড উপস্থিত চক্রবর্তী^ক মিলে ॥
 কুমুদী কুটিল যত কুটিল কটপদ ।
 কুটিল মোহন পথে কুটিল সম্পদ ॥
 কখনে কইল দেখি পসে বকুদর ।
 মহাজন রক্ত তালে লইল আশ্রয় ।
 তল তল মাধ্যমভে করি আহরণ ।
 কুরুরক্ত তালে দৌরহ করিল ভোজন ॥
 মহাসদ পদাশ্রয় করিল বচন ।
 তুই বন্ধু তদপারে করিল শরণ ॥
 কুসুম শয়ানে যত কুটিল সর্ব্বজ্ঞ ।
 কোথায় পাতায় শুনে নিদ্রার প্রসঙ্গ ॥

কামিনীর অয়তন ক বলে রাজগণের সমাধায় ।
 কামিনীর বিভা করে শুনিয়া সকলে ।
 পরম কৌতুকে ভাসে আমন্দমলিনে ॥
 এখানে যতেক রাজা পাইয়া সংবাদ ।
 সকলে মাড়িল মনে পরম আশ্চর্য্যদ ॥

গুনিয়েছে ত্রিভুবনমোহিনী কামিনী ।
 তার বিভা শুনে যাত্রা করিছে তখনি ॥
 আগে গেলে আগে পাব ইচ্ছা করে মন
 পত্র পাবামাত্র ছুটে রাজপুত্রগণ ॥
 বারবেলা কালবেলা কেহ নাহি বাছে ।
 জানে আমি না যাইতে অন্যে লয় পাছ
 কামিনী ভুলাতে ভূষা করে ভূপগণ ।
 যতনে রতন পরে মনের মতন ॥
 জোড়ায় জোড়ায় কেহ জড়ায় রতন
 গলায় কলায় কেহ দিব্য আভরণ ॥
 আভরণ বিবরণ কি কব বিস্তার ।
 বাছিয়া পরিল গৃহে যা ছিল যাহার ॥
 সতে গণে মনে মনে আমার সজ্জায়
 কামিনী দেখিবামাত্র বরিবে আমার ॥
 এইরূপ মনোরথে করে আরোহণ ।
 পথে রথে চড়ি কেহ করিছে গমন
 কেহ অশ্বে কেহ উষ্ট্রে কেহ বা বারণে
 করিছে গমন সতে আনন্দিত মনে ॥
 কুতূহলে চলে আভরণ গলে দোলে
 তক্ তক্ চক্ চক্ বক্ বক্ জলে ॥

বেরগতে ভুগ্ন কাণ পড়ে ধরাতলে
 দেবা হয়ে কিংবা চরিত্রবলে যার চলে
 গায়েছে তেম ভাবে বসে এই হয় মনে ।
 তখনই দিব নিশি নানিছু পাগলে ।

.....
 আশা

স্বপ্না স্বপ্ন স্বপ্না আশা করিয়া স্বপ্না
 সুপনার কাহতে আইল দৃশ্যনা ।
 প্রতি সুপাতিক প্রাতি কবিতা সম্প্রীতি
 অনিশ্চয়গে শুভযোগে চালিল সম্প্রীতি ॥
 আশার আশায় পেয়ে যাতক ভূপাতি
 নিদ্রা তন্ত্রা ক্ষুদ্র প্রতি হইল বিমতি ॥
 কেবল কবির গার আশার আসার
 নিদ্রার পসার নিশি করিল আসার ॥
 আশা নহে সঙ্গ যত হয় সঙ্কেপনে
 ততই আশার প্রাতি বাড়ে মনে মনে ॥
 আশার মাহিম্য সীমা কি কব কথান
 একা সত্যকার মন সমান যোগায় ॥
 আশারে হৃদয়মাঝে করিয়া স্থাপন
 যত্নে সুখে শুখে করে নিশি ভাষণে ॥

রাজবাটী বর্ণন ।

এখানে কুমার প্রতি তমালিকা কয় ।
 উঠ মহাশয় বেলা অবসান হয় ॥
 তোমরা বিদেশি জন বল কি করিবে ।
 রজনী হইলে পারে যাইতে নারিবে ।
 অতএব দিবা ভাগে উচিত গমন ।
 তমালিকাবাকা শুনি উঠিল দুজন ॥
 সারি সারি দোখারি দেখয়ে অট্টালিকা
 পথ ধারে শোভা করে সূচক দীর্ঘিকা ॥
 তার তীরে তয়ারি কেয়ারি তরু শোভা ।
 নব নস পল্লব সুমনোমনোলোভা ॥
 শোভা করে পদ্মাকরে নয়ালের কুল ।
 উজ্জ্বল করেছে যেন তাহার তুল ॥
 শত শত শতদল সরোবরে শোভে ।
 অলিকুল আকুল হইয়া উড়ে লোভে ॥
 এই অপকূপ রম্য হেরে পদ্মাকরে ।
 স্বর্গপুরে মানসে মানস কেবা করে ॥
 অগ্রে গিয়া নিবুখিল রাজার বাজার ।
 হাজার হাজার কত প্রজার গুলজার ॥

৬৮ ত রাধায়িত্ত :

অমরীষ কা কাম উপাখ্যান :

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

জন্ম ইক্ষ্বাকুপুত্রপুত্র :

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

বিষ্ণুরিয়া বর্ণি জন্মে ভাঃ ॥

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

জন্ম ইক্ষ্বাকুপুত্রপুত্র :

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

সমুদায় বলিব স্বরূপে ॥

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

জন্ম ইক্ষ্বাকুপুত্রপুত্র :

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

অমরীষ কাম কাম উপাখ্যান

ধূপ গন্ধ কুলহারে নানামত উপহারে
 পূজিলেন সহস্র বৎসর ॥
 এক দিন নিশাযোগে নানা গত সুখভোগে
 শয়ন করিলা চারুশীলা ॥
 হেন কালে পীতাম্বর নবনীলকলেবর
 আসি নিজ রূপ প্রকাশিলা ॥
 রাব শশি নীরধর শ্রীচরণে শোভাকর
 রতন নুপুর মনোহর ।
 নখর নিকর শোভা নিশাকর করলোভা
 চারু উরু গুরু করিকর ॥
 অখিযুগ ইন্দীবর মুখ কোটি সুধাকর
 যুগপতি শ্রুতিযুগ ছলে ।
 ললিত ত্রিভঙ্গ রূপ *লাবণ্য সলিল কূপ
 মালতী কৌন্তভ মালা গলে ॥
 কিবা বাহু সুবলিত কমলিনী চমকিত
 অধরে বিনোদ বেণু ধরে ।
 পীতবাস পরিধান সৌদামিনী ববিধান
 জ্ঞান হয় নব জলধরে ॥
 সযোধ্যিয়া নারায়ণ *সুমধুর স্বরে কন
 কি বর গ্রহণে ইচ্ছা তব ।

ন পদ্মাবতী কয় সুশীল তনয় হয়

এই বর দেহি নে কেশব ॥

নিদ্রাভঙ্গে কপাবতী হরিষ জন্মর অতি

পাইয়া অপূৰ্ণ কল হাতে ।

ভঞ্জন করিয়া সুখে পতি সঙ্গে মকৌতুবে

বধি নিশা উঠিল প্রভাতে ॥

অমরীষ গুণাকর তার গর্ভে অতঃপর

করিলেন জনম গ্রহণ ।

অপকপ কপাকবা নিন্দি নিশাকরনিভা

কলেবর কাঞ্চন লাঞ্ছন ॥

জীবন সুলক্ষণ পুত্রে করি নিরীক্ষণ

শান্দুমতি ত্রিশঙ্কু রঞ্জন ।

ভয়ে হবষিত অতি দরিদ্র দীনের প্রতি

করিল সিংহর বিতরণ ॥

ত্রিশঙ্কুর অতঃপর প্রাপ্ত হৈল লোকান্তর

অমরীষ হইলা ভূপতি ।

রাজ্যভার অন্যো দিয়া আপনি অরণ্যে গিয়া

করিল তপস্তা ঘোর অতি ॥

তপে তুষ্ট হয়ে হরি পুরন্দরকপ ধরি

অমরীষসমীপে আইলা ।

স্বমেরু পর্বতবৎ আরোহণ ঐরাবত

ভূপতিরে কহিতে লাগিলা ॥

আমি ইন্দ্র লোকপতি শুন রাজা শাম্বুমতি

আসিয়াছি রক্ষার কারণ ।

নিরাশ্রিয়া অশ্বরীষ মনে হয়ে বিমরিন

দেবরাজে করিলা বারণ ॥

একি দেখি অসম্ভব না করি তপস্তা তব

না চাই তোমার স্থানে বর ।

কেন হেতা আগমন ছলিতে আমার মন

নিজ স্থানে বাহুপূরন্দর ॥

গোবিন্দ আমার স্বামী অন্যে নাহি জানি

বিনা সেই নবজলধর ।

কৃতাজ্ঞলি করি বলি কি কারণ মহাবলী

আনন্দাশ্রু নিবারণ কর ॥

ইহা শুনি নারায়ণ হয়ে অতিহৃষ্টমন

নিজ কপ করিলা ধারণ ।

শঙ্খ চক্র গদাযুগ্ম সুশোভিত চারি ভুজ

নবঘন নিন্দিয়া বারণ ॥

সে কপ হেরিয়া তাঁর অশ্বরীষ মহাত্মার

দিব্য জ্ঞান হইল উদয় ।

প্রবেশিয়া চারি দিক দেখিল তাহার ।
 কত ক্রেতা বিক্রেতা সে সংখ্যা করা ভার ॥
 আশে পাশে দুই পাশে বাসেছে পশারি ।
 মণিহারি ভারি ভারি মোদক কাঁচারি ॥
 জহরী পাথরী যুগী কত তন্ত্রবায় ।
 আপন আপনে পণে করে ব্যবসায় ॥
 বহু বহু বহুমূল্য দ্রব্য কত কত ।
 হিরা মুক্তা চুনি মণি কাঞ্চন রত্নক ॥
 কত কত ক্রয় হয় কত বা বিক্রয় ।
 হেন সাধ্য কার আছে করয়ে নিশ্চয় ॥
 বণিক দোকান দেখি হয় আশ্লাদিত ।
 কুকুম কস্তুরী গন্ধে সদা আমোদিত ॥
 কিংকর অধিক যাই ত্রিজগতে নাই ।
 তাও বুঝি সে বাজারে অন্বেষণে পাই ॥
 কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়া দেখে রাজবাটি ।
 ইন্দ্রের ভবনতুল্য অতিপরিপাটি ॥
 সন্ধি নাই চকবন্ধি চিকণ গাঁথনি ।
 প্রস্তর বিস্তর তাহে হীরা চুনি মণি ॥
 রক্ষক তক্ষকসম সহস্র প্রহরি ।
 লক্ষ্যে বাম্পে কম্পে মহী ফিরিছে শাহুরি ॥

ছড় ছড় ছড় ছড় সদা শব্দ হয় ।
 গুরু গুরু দুর্ক দুর্ক কাঁপয়ে হৃদয় ॥
 দূর হৈতে চাহিতে চাহিতে যত যায় ।
 মল্লগণ ক্রতেক কোতুক করে তায় ॥
 রাক্ষা খুলাগুলা গায় লোহিতলোচনে ।
 এঁটে সৈঁটে মারে তাল তর্জ্জন গর্জ্জনে ॥
 মজবুত রজপুত যমদূত প্রায় ।
 ঢালি ঢালি ভূমে অঙ্গ খেলিয়া বেড়ায় ॥
 দ্বারে দ্বারপালপাল প্রায় কাল মত ।
 ভাঙ্গেতে ক্লাঙ্গাল আঁখি বৈসে শত শত ॥
 সহজে দিবস সেই অপরাহ্ন কাল ।
 টহলে কিরায় কত অশ্ব পালেপাল ॥
 চাবুক সোয়ার সব অশ্ব আরোহিয়ে ।
 দড় বড় রবে যায় ভয়ে কাঁপে হিয়ে ॥
 সিন্ধুরে সুন্দর শোভে সিন্ধুরের ছটা ।
 কিরায় উপরে যন্তা দস্তাবলঘটা ॥
 মাতঙ্গে হেরিয়া সন্তে আতঙ্গে পলায় ।
 তমালিকা দৌঁহাকারে সঙ্গে লয়ে যায় ॥

পাপনারে ধন্য মানি যুড়িয়া যুগল পানি
মৃত্যু স্তব কৈলা গুণালয় ॥

জয় জগন্নাথায় জগন্নাথ জনাদন

ভূপতি জন্ম হরণ ।

তুমি কর তুমি হার তুমি দিবা দিভাসরী
শক্তি স্থিতি প্রলয় কারণ ॥

কলে তুমি সর্বময় সর্বসহ সর্বাশ্রয়
সর্বত্র সমান বিরাজিত ।

আমি প্রভু কিবা জানি পবান্ধব বিদি বাণী
রূপা কর কটাক্ষে কিঞ্চিৎ ॥

স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি রাজারে সন্তোষ করি
কহিলা ভূপতি বর লহ ।

শুনি কন নরপতি তব পদে যেন মতি
রহে নিরবধি অহরহ ॥

জগৎ বৈষ্ণব হয় এই কর দয়াময়
তথাস্তু বলিলা শ্রীনিবাস ।

সদা এই সুদর্শন লহ তুমি নিদর্শন
পূর্ণ হবে তব অভিনাষ ॥

মনোমত পেয়ে বর অমরীষ নৃপবর
অযোধ্যায় প্রবেশ করিলা ।

ব্রাহ্মণ কত্রিয় গণ বৈশ্য শূদ্র অঙ্গন

স্বীয় কর্মে নিযুক্ত হইল ।

নারায়ণপবায়ণ সুশীল বৈষ্ণবগণ

পালন করেন বিধিমত ।

অশ্বমেধ শত শত বাজপেয়্য বিশেষতঃ

করিলেন যত কব কব

সারে ভারি পরিণাম ঘরে ঘরে হরিমন্দির

সংকীৰ্ত্তন হয় অনুক্ষণ ।

বহু শস্ত্রে পূর্ণ ধরা নাহি রোগ শোক

নাহি উপদ্রব অলক্ষণ ॥

অম্বর্ষি মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণীমাক

সুদর্শনসদা রক্ষা কবে ।

ঐহরিনোহন কর ওহে করি দয়াময়

কৃপা কর কটাক্ষে দিহরে ॥

সম্পাদ ।

